182.Nd.921.10.

সহর চিত্র।

নব্য বঙ্গ! সভ্য হও প্রাচ্য প্রথা ধরি।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ, এস ঘরে ফিরি॥
এই গ্রন্থ পাঠে তার আছে অধিকার।
যে পালিবে কায়মনে প্রাচ্যের আচার॥

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৪১নং তেলিপাড়া লেন,
শ্যামপুকুর।
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

২৫৫নং অপার চিৎপুর রোড,

বাগবাজার, কলিকাতা।

সহরচিত্রের এজেণ্টগণের ঠিকানা।

দে ব্রাদার্স।

নিউ মার্কেট, চৌরঙ্গী।

চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ফ্রেণ্ডস্।

বরাহনগর, ২৪-পরগণা।

শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কালিয়া পোঃ যশোহর।

ফণীন্দ্রনাথ পাল।

১১৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,

মুর্গীহাটা, কলিকাতা।

শ্রীগিরিজানাথ রায়।

জে টমাস এণ্ড কোং,

টি ডিপার্টমেণ্ট,

৮নং মিসন রো।

মফঃস্বলবাসীগণ প্রকাশকের ঠিকানায় অর্ডার পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে সহর চিত্র পাঠান হইয়া থাকে। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমাদের মুখের কথার আমাদেরই দোষ প্রতিপন্ন হইতেছে। দেশে স্বদেশী ভাব জাগ্রত হইয়াছে—এ কথায় আমরা স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি যে—আমরা বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম,

জাতীয় ভাবের পুষ্টি ব্যতীত আমরা খাঁটী স্বদেশী হইতে পারি না। সে ভাবে আমরা কতদূর মুগ্ধ আছি—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ "সহর চিত্র"। এই কবিতা পাঠে তাহা বেশই উপলব্ধি হইবে। সমাজের মেরুদণ্ড—জাতীয় শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভাবের উপর জাতীয় জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। যাহারা এই ভাবের ভাবুক তাদের "সহর চিত্র" বড়ই প্রীতির বস্তু হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস কিন্তু যারা এ ভাবের ভাবুক নন, তাদের সম্মুখেই এই "সহর চিত্র" অঙ্কিত রহিল। সহরের প্রত্যেক চিত্রগুলি তারা যেন একবার বিবেক দর্পনে মিলাইয়া দেখেন ইহাতে তাদের কি ভুল আছে যদি দেখতে পান এবং সেই ভুল সংশোধন পথে চলেন, তবেই "সহর চিত্র" লেখা সার্থিক জানিব।

সেকালে ও একালে কত প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে তাহাও এই চিত্রে স্থলে স্থলে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সহরের প্রতিচ্ছবি। এ নক্সায় কোন সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব নাই কলিকাতা সহরের নিখুঁৎ চিত্র অঙ্কিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কতদূর কৃতকার্য্য লাভ করিয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

ইহাতে অনেক স্থলে মুদ্রাঙ্কণ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা

উৎসর্গ।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে আমি যে ভাব রত্নাকরের
ায়ের ন্যায় সর্ব্বদা সঙ্গ সাথে থাকিয়া যার স্বভাবসিদ্ধ বাক্-মাধুর্য্য
াস্বাদে তৃপ্ত হইতাম ;—নানা কথা প্রসঙ্গে যার মুখ নিঃসৃত "ভাবময়
থা" আমি কৌতুক পরবশে লিখিয়া গৃহে সঞ্চিত রাখিতাম।
লিকাতা "সহর চিত্র" লেখা উপলক্ষ করিয়া আমি তাহারই ভাব
থা অনেক স্থলে প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি। একারণ আজ এই
মান্য গ্রন্থখানি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত সেই ভাব-রত্নাকর উদার
কৃতি বঙ্গের প্রবীন নাট্যাকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের
ন্মতিথি "রামনবমী" বাসরে পূর্ণ আটষট্টি বৎসর বয়সে তদীয়
রকমলে উৎসর্গ করিলাম। ইতি— শুভ ৩রা বৈশাখ, রামনবমী
১২৮ সাল।

বিনীত—

আপনার স্নেহের,

তারিণী।

সহর চিত্র।

কলিকাতা

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিধান।
রাজত্ব স্থাপিল যেথা বণিক প্রধান ॥
সে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থান পুরা রাজধানী।
ব্যবসায় লক্ষ্মী যথা বাঁধা চির জানি ॥
সে সহর কলিকাতা ভারত ভাণ্ডার।
ভক্তি ভাবে তার পায় করি নমস্কার ॥
(যার) খালে, রেলে, নদী-পাড়ে চারিধার ঘেরা।
ব্যবসার শ্রেষ্ঠ স্থান, বন্দরের সেরা ॥
(যার) দক্ষিণে সাহেবটোলা, রসা, কালীঘাট।
আলিপুর জেলখানা, চেৎলার হাট ॥
(যার) উত্তরেতে কাটাখাল "মারহাট্টা ডিচ্"।
অপরূপ কিবা শোভে তায় "ঝোলাব্রিজ" ॥
(যার) পশ্চিমে পবিত্র গঙ্গা, ম্যালেরিয়া ভরা !''
ভক্তি-স্বাস্থ্য দিতে নষ্ট, "মিন্সিপ্যাল" খাড়া ॥
ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রেষ্ঠ ভক্তি, যায় কালে কালে।
হিন্দু ত্রস্ত, যায় স্বাস্থ্য ভাগিরথী জলে ॥

(যার) পূরবে ধাপার রেলে ময়লার গাড়ী।
গন্ধ দানি যায় ছুটে, ছিঁড়ে পল্লী নাড়ী॥
শ্যামবাজারে পাকা রাস্তা চৌমাথা মোড়।
(যার) প্রেমে ঢলে আছে "সারকুলার রোড"॥
সেই পথে গতি বিধি সহুরে জঞ্জাল।
আবর্জ্জনা আদি করি যতেক ভেজাল॥
সঙ্ক্ষেপেতে সহরের এই "বাউণ্ডারী"।
এই সীমা মধ্যে শোভে পাকা রাস্তা বাড়ী॥
হিন্দু ধর্ম্ম যায় জানা হেরিয়া মন্দির।
শক্তি পীঠে শোভে মাত্র আদি গঙ্গাতীর॥
ভক্তি শূন্য দেশ প্রাণ পাশ্চাত্য প্রভায়।
সহর মাহাত্ম্য গাঁথা দৃষ্টান্ত ধরায়॥
সে সহর কলিকাতা অতি চমৎকার।
ভক্তি ভাবে তার পায় করি নমস্কার॥

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড।

দেশী কারবার।

চারিটী প্রধান পথ সহরের মাঝ।
উত্তর দক্ষিণ ব্যাপি করিছে বিরাজ॥

পশ্চিমেতে "ষ্ট্র্যাণ্ড রোড" বাঁধা গঙ্গা ঘাট।
ভাগিরথী কূলে শোভে ব্যবসা শ্রীপাট ॥
বাঙ্গালী পাল্লায় প'ড়ে বঙ্গ পণ্য রাণী।
স্বর্ণ তক্তা ছেড়ে দেবী কাঁদে অভাগিনী ॥
বিরস বদনে চলে, না তুলে বয়ান।
কণ্ঠাগত দেখি শ্বাস, সঙ্কুল পরাণ ॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী মাঝে দেশী কারবারী!
অল্প জলে সদা ব্যস্ত পণ্যের শফরী ॥
অগাধ জলের রুই; বঙ্গ পণ্যকুলে।
ভাগ্য লক্ষ্মী গড়ে তারা নানা কুতূহলে ॥
বিজাতি পণ্যের ধ্বজা সারা বিশ্ব জুড়ে।
বুদ্ধি বলে, সদা উড়ে, লক্ষ্মী বাঁধে ঘরে ॥
দেশী জনে ভাবে মনে মস্ত কারবারী।
অহঙ্কারে সদা মত্ত চ'ড়ে জুড়িগাড়ী ॥
বাড়াতে চাহে না কেহ আপন পসার।
ব'সে ঘরে গণ্ডী মাঝে, করে ফর-ফর ॥
বিদ্যায় বিশাল বপু, শুভঙ্করী পূজি।
গুড় ছোলা জলপানে বাড়াতেছে পুঁজি ॥
দাদে ভরা সারা অঙ্গ রঙ্গের প্রেয়াসি।
রাধা প্রেমে মাতোয়ারা যতেক প্রবাসী ॥

এই পথে সারি সারি সাজাইয়া গদী ।
নাদা পেটে ব'সে যেন "ইব্রাহিমলোদী" ॥
কণ্ঠে ভরা কণ্ঠী মালা, মুখে রাম নাম ।
পণ্যের ডোবায় চ'রে, ভজি ইষ্ট নাম ॥
দশরথে সদামতি, ভজনে গোঁসাই ।
অন্তর বাহিরে ভেদ পণ্যেতে সবাই ॥
গলে ঝোলে কুঁড়োজালি তিলকেতে ভরা ।
সর্ব্ব অঙ্গে কৃষ্ণনাম চিতা বাঘ পারা ॥
বচনে প্রখর অতি, বাক্যে ধর্ম্ম সাক্ষী ।
কলির মাহাত্ম্য হেতু তুষ্টা কমলাক্ষী ॥
পণ্য বলে ভাগ্য লক্ষ্মী আছে যার গড়া ।
স্বাধীন মেজাজ তার ধরা দেখে সরা ॥
সতত হিসাবে রত পণ্যের আকর ।
মহাজন নামে খ্যাত সহর ভিতর ॥
দেশী পণ্য হাল চাল দেখে ধনী জনে ।
ব্যাঙ্কে রাখি পুঁজি পাটা ধন্য ভাবে মনে ॥
বিলাস আলস্যে ভরা যত সুদখোর ।
বিদ্যার মন্দিরে প'ড়ে নেশায় বিভোর ॥
উপার্জ্জনে নাহি শক্তি পেয়ে পিতৃধন ।
ভাবে মনে মস্ত মানী সমাজ রতন ॥

দেশের অতুল অর্থ পণ্যে লুঠে পরে।
দেখেও নীরবে এরা থাকে ব'সে ঘরে॥
শতকরা বছরেতে স্থদ খেয়ে পাঁচ।
আনন্দে অধীর বঙ্গ দেখ তার নাচ॥
সেই অর্থ কর্জ্জ লয়ে বণিকের দল।
খাটায়ে পণ্যেতে মরি বাড়ায় সম্বল॥
বাতাস ফিরেছে দেশে বস তন্দ্রাছাড়ি।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্ক উঠ পণ্য ধরি॥

চিৎপুর রোড।

সহরের আদি পথ চিৎপুর রোড।
গাড়ী ঘোড়া লোকারণ্য সদাই বিপদ॥
রাস্তাতে তারের মাচা বিপদের ফাঁড়ী।
বিদ্যুৎ বেগেতে চলে বিজলীর গাড়ী॥
প্রাণ যায় নাহি ক্ষতি, মুখে বলে রাম।
দেখ ভাই চ'ড়ে সবে "বিজলীর ট্রাম"॥
সুসভ্য পাথুরে রাস্তা, পার্শ্বে "ফুট্‌পাথ"
আছাড় খাইলে কিন্তু মরণ নির্ঘাৎ॥

ফুটপাথ আইনের হ'ল আছশ্রাদ্ধ।
নববিধি প্রচারিল, শুনি সব স্তব্ধ ॥
অন্ধ, খঞ্জ, যুবা বৃদ্ধ আদি নরনারী।
চলেছে লম্পট সাধু তস্কর ভিখারী ॥
অবিরাম জনপথে সদা জনগতি।
জনতার নাহি সীমা কিবা দিবা রাতি ॥
মটরের শব্দ শুনি স্তব্ধ জনপথ।
কে কোথা পালাবে হায় নাহি পায় পথ ॥
মারে গুঁতা লাল টুপি হ্যারিসন মোড়ে।
শকটে আটক পড়ে যদি কোন ভেড়ে ॥
হাটের রঙ্গিনী যত বহু রূপধারী।
শুষ্ক অঙ্গে মাখি রং সাজে বিদ্যাধরী।
পেটো পেড়ে খোঁপা বাঁধা ধার করা চুলে।
সখের বিউনি তায় ঝুলে কর্ণমূলে ॥
গরবে না পড়ে পদ, ভাবে ঢল ঢল।
রং মেখে, সং সাজে, রূপে করে আলো ॥
"উদখেতে" নাই খুদ যত পাপাচার।
তাদের গুণের কথা কি কহিব আর ॥
কহিতে তাদের কীর্ত্তি, পিত্তি যায় চ'টে ॥
কলির মাহাত্ম্য গাঁথা কব কত ফুটে ॥

তার পুত্র পদ্ম-আঁখি, যার নাহি ভিটে।
খুদ খেয়ে পেট পোষ, মায় বেচে ঘুটে॥
ঘরে পাতা ছেঁড়া চেটা, বেটা নিধিরাম।
বাস্তু বেচে ভিটে ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া নাম॥
ষষ্ঠী ভাগ্য তার ঘরে, লক্ষ্মী পগার পার।
বিদ্যাভাবে অবিদ্যার নিত্য হাহাকার॥
দিন আনে, দিন খায়, জমা ঘরে দেনা।
আয় ছাড়ি ব্যয় আছে করতে বাবুআনা॥
লঙ্কা টিপে মা জননী, গেলে শুধু ভাত।
পোষা কুত্তা পেট দায়ে শুঁকে মরে পাত
ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তি বাহিরেতে চাল।
দুগ্ধ বিনা প্রাণে মরে কোলের ছাবাল॥
পরিচর্য্যা করে ভার্য্যা সম চাকরাণী।
তার ভাগ্যে কটুবাক্য বিধাতা লেখনি॥
আজব সহর খুঁজে দেখ পাতি পাতি।
পতিরতা পতিব্রতার কি চির দুর্গতি॥
“ইংলিস্ ফ্যাসানে” চুল ছোট বড় ছাঁটা।
আর্য্যভূমে সভ্যতার দেখ কত ঘটা॥
বাণপ্রস্থে গেছে টিকি, কাটারের ডরে।
দেশ পাত্রে ধর্ম্মশিখা লুপ্ত কালাচারে॥

সামনে ঝোটন কিবা, পেছনেতে ছাঁটা।
কলিযুগে সভ্যতার দেখ কত ঘটা॥
শিখা বন্ধ গেছে উঠে, সভ্যতার জোরে।
বঙ্গদেশে রঙ্গ দেখ অনুকরণ তরে॥
টেরীকাটা লম্বা কোঁচা "পামশুজ" পায়।
কলিকাতা নব্যবাবু এতেই বুঝা যায়॥
নাজেহাল নব্য চালে চাল রাখা দায়!
দর্জ্জীর সাহায্যে মাত্র ভদ্রবেশে রয়॥
যত সখ, তত সখি, তত সখা হেথা।
সখের রাজত্ব হলো এই কলিকাতা॥

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।°

ব্রাহ্ম সমাজ।

বিশ্বে খ্যাত "লাটকর্ণ" রাস্তা নামে যার।
মিশেছে দক্ষিণ পথে মেছুয়া বাজার॥
এই পথে শোভা ধরে "হেদুয়ার পার্ক"।
হিন্দুর মন্দির সহ "খৃষ্টানের চার্চ্চ"॥
ব্রাহ্মের সমাজ ধ্বজা সভ্যতার জোরে।
উড়ে দেখ এই পথে কিবা পক্ষ চূড়ে॥

কলিযুগে মস্তাকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাপার।
"একমেবাদ্বিতীয়ম" ধর্ম্ম চমৎকার॥
সে ভাবের ভাবি হায় ভবে কয়জনা।
চক্ষুমুদে ভক্তগনে করে উপাসনা॥
অতি উচ্চ "ব্রাহ্মধর্ম্ম" তার ভাব ল'য়ে।
"রাজারায়" গেছে স্থাপি সূক্ষ্মদর্শী হ'য়ে।
কুরুক্ষেত্র-বক্তাকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা।
কহেছেন যুগে যুগে দেবে প্রভু দেখা॥
অধর্ম্ম প্লাবনে দেশ যবে যাবে ভেসে।
ধর্ম্মের স্থাপন তিনি করিবেন এসে॥
পশ্চাত্য-প্রভায় বঙ্গ হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়ি।
"গোরা" প্রেমে ঢ়লে ছিল যত অনাচারি
খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা নিত আর্য্যের সন্তান।
কালস্রোতে জাতি ধর্ম্ম ভুলি বংশমান॥
ঈশ্বর ঈঙ্গিতে "রায়" দিয়া স্বাধীনতা।
বেঁধেছে আর্য্যের সুতে ভিন্ন থাকে হেথা।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা ভাসে আনন্দ সাগরে।
সে রূপ সাধক অল্প কলির বাজারে।
কালের সাধক যারা কলির সন্তান।
বুঝে তারা আহারেতে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান॥

উচ্চলক্ষ্যে বঙ্গ বক্ষে স্থাপনা মন্দির।
রায় শিষ্য কীর্ত্তি শুনে সমাজ বধির॥
ঈশ্বর-প্রতিভা-পূর্ণ ভক্ত "রাজারায়"।
ভিন্ন রূপে হিন্দুজাতি রক্ষিল ধরায়॥
পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাব প্রাচ্যতে প্রচার।
রায়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সহর ভিতর॥

"সঙ্গীত সমাজ"
ও
বনিয়াদি চরিত্র।

সখের অপূর্ব্ব জ্যোতি সঙ্গীত সমাজ।
সদা রত রঙ্গ রসে যত রস রাজ॥
সুখের স্থাপন কল্লে, যত ভাগ্যধর।
গেঁথে ভিদ, গায় গীত, সঙ্গতে বিভোর॥
রসের হররা ছুটে, ফাটে করগেট।
লজ্জা পেয়ে ভৃত্যগণে, মাথা করে হেঁট॥
বচনে সবাই পটু গানে "তানসেন"।
সেতার বাঁধিয়া এঁটে করে ভ্যান্ ভ্যান্॥

ভয়ে ভীতা বীণাপাণি ঘেঁসে নাক কাছে।
পেঁচক বাহন বলি লক্ষ্মী ধরা দেছে॥
সখের খেয়ালে কার্য্য বনিয়াদি চালে।
ধূমধামে অভিনয় উঠে গেছে হালে॥
হুকা ধ্যানে চিররত রতি রস রায়।
সমাজ বৈঠকে বসি ধ্যানে মগ্ন রয়॥
সরল অন্তরে টানে বনিয়াদি চাল।
জুটে যত তোষামুদে খায় পরকাল॥
ভদ্রকুলে জন্ম লভি তোষামুদে যত!
বাবু পেছু সদা ফিরে পোষা কুত্তা মত॥
তুলিলে শ্রীমুখে হাই, মারে এরা তুড়ি।
নানা ধাঁজে কয় কথা মন রক্ষা করি॥
অদ্ভুত কৃষ্ণের জীব ভব কারাগারে।
আত্মমান যায় ভুলি বাবুর খাতিরে॥
বামুন কায়স্থ সনে খেয়ে সান্ধ্য ভোজে।
বিপ্র আনা করে ঘরে আপন সমাজে॥
ঘরের দেয়ালে ঝোলে দেখি যজ্ঞ সূত্র।
জন্ম বলি বিপ্রকুলে তথাপি পবিত্র॥
প্রতিবাসী দেয় আসি বার ব্রতে ফল।
দান দিয়ে জানোয়ারে খোঁজে পরকাল॥

অম্লান বদনে এরা লম্বা করি ঠ্যাং।
শূদ্রে দানে পদরজ সম কোলা ব্যাং ॥
লজ্জা নাহি আসে মনে দিতে 'পদোদক'।
কলির বামুন এরা "ধর্ম্মজ্ঞানী বক" ॥
হায়রে সমাজ তোর এত অধঃগতি।
কান্না আসে দেখে শুনে ত্যাগী বিপ্রপুতি ॥
চরিত্র গঠন ক'রে দেশে এস ফিরে।
বাজারে মঙ্গল শঙ্খ, বসি নিজ ঘরে ॥
মানে এঁরা হিন্দু ধর্ম্ম পৈত্রিক আচারে।
রাস, দোল, দুর্গাপূজা, প্রথা অনুসারে ॥
সাবেক বন্দেজ মত মিলাইয়া খাতা।
সরকারী বন্দবস্তে দান করে দাতা ॥
সেয়ান দেওয়ান ও যত কর্ম্মচারী।
বাবু চক্ষে দিয়া ধুলি সবে করে চুরি ॥
নেশা ক'রে কর্ত্তা বাবু নিদ্রা যান ঘরে।
সস্তা দরে কস্তা সাটী কিনে সরকারে ॥
পর হস্তে, কার্য্য ন্যস্ত, দেব ভাগ্যে কলা।
জগদম্বা অষ্টরম্ভা খান গুড় ছোলা ॥
ঘুচেনা দুখের জ্বালা, চির দৈন্য লয়ে।
কাঁদে বসে পুরোহিত যজমান পেয়ে ॥

বেথুন কলেজ।

স্ত্রী শিক্ষার পরিপাটি "বেথুন কলেজ"।
অবলা বঙ্গের বালা পেতেছে "নলেজ"॥
সদা মুগ্ধ জ্ঞানার্জ্জনে পাঠেতে বিব্রতা।
সাঙ্গ করি মুগ্ধবোধে বিশুদ্ধ চরিত্রা॥
জ্ঞানের আলোকে ফেরে চ'ড়ে ট্রাম গাড়ী।
সভ্যতার চূড়ে উঠে হেঁটে মারে পাড়ী॥
বিজ্ঞান পড়িয়া সবে পূজে গুরুজনে।
শিক্ষকে বানায় বোকা কথার "ফ্যাসানে"॥
তর্কেতে প্রখরা অতি মুগ্ধ ব্যাকারণে।
বিদ্যার গরবে ধন্নি মজে আছে গানে॥
গতরে আমড়া পোকা ধরে আছে নিত্য।
ভবে এসে কেন খাটা জগৎ অনিত্য॥
গৃহ কর্ম্মে, ব্রত ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলী।
হিন্দুর আচার, ধর্ম্ম, ভুলেছে সকলি॥
"নভেলেতে" মন প্রাণ করি সমর্পণ।
নাটকীয় হাবভাবে করে বিচরণ॥
বুদ্ধিতে প্রখরা অতি, মুগ্ধ অভিমানে।
দেমাকে পড়েনা পদ. বিদ্যার কারণে॥

আর্য্য নারী কীর্ত্তি-গাঁথা করিয়া স্মরণ।
বঙ্গের শিক্ষিতা নারী কর নিরীক্ষণ ॥
অদ্ভুত শিক্ষার জ্যোতিঃ প্রাচ্যতে বিস্তার।
বঙ্গের সরলা বালা হের চমৎকার ॥
বর্ণিত সহর চিত্র দর্পণেতে ফেলে।
দেখ্ দেখি প্রতিচিত্র মিলে কি না মিলে ?
সে সহর কলিকাতা অতি চমৎকার।
ভক্তিভাবে তার পায় করি নমস্কার ॥

কলেজ ষ্ট্রীট।

ইহার দক্ষিণে সোজা "কলেজ ষ্ট্রীট"।
বিদ্যা দিতে বালকের ভাঙ্গে হেথা পিঠ ॥
দুগ্ধ ছাড়ি হাতে খড়ি, পাঠে এ, বি, সি।
মাতৃভাষা, চর্চ্চা খাসা, পাঠ্য পারিপাটি ॥
"দুগ্ধগন্ধ", না ছাড়িতে সাঙ্গ বোধোদয়।
বিদ্যা (দেখে) "বিদ্যাসাগর" পাথর বেনে রয়
টাকা আনা পাই খেলা, নাই গণ্ডা বুড়ি।
ইংরাজি বিদ্যার কোপে কাঁপে শুভঙ্করী ॥

শিক্ষা হ'লে রাজভাষা মিলে তায় কড়ি।
দীঘিপাড়ে তাই অত বিদ্যা হুড়োহুড়ি॥
পুঁথি-গত বিদ্যা দিতে বাপ নাজেহাল।
ইংরাজি মেজাজে ছেলের বেড়ে উঠে চাল॥
বারয় না পড়তে পা, চোখে পড়ে ছানি।
সভ্য হতে চক্ষে ঠুলি দেন খোকামণি॥
বড় থামে তুলি' বাড়ী বিশ্ব-বিদ্যালয়।
বিধিমতে, বঙ্গসুতে, গোলামী শিখায়॥
বড় ঘরে বড় গিন্নী হলো আশা করি।
সরস্বতী সতীপনা দেখে অধিকারী॥
সদা তুষ্ট সরস্বতী তোষামুদে হলে।
ছাত্র দফা করে রক্ষা নব্য গ্রন্থ পেলে॥
দায় ভার নাহি বোধ নব্য গ্রন্থকার।
সরস্বতী প্রসাদার্থে তাদের পসার॥
বিদ্যার যেমন দৌড়, তেম্নি সভ্যতার।
মুখে বলে "গুডমর্নীং" উঠল নমস্কার॥
প্রাচীন আচার প্রথা গেল অস্তাচলে।
যেম্নি গুরু, তেম্নি চেলা, তৈরি হচ্ছে কালে
যেম্নি গ্রন্থ, তেম্নি পাঠ্য, তেম্নি গ্রন্থকার।
জ্ঞানের বাজারে মাত্র শুধু অন্ধকার॥

ধার ক'রে কিনে বই, পড়ি পোড়ো ছোঁড়া।
শেষ ভাগ্যে অশ্বডিম্ব পায় জোড়া জোড়া ॥
নবীন গ্রন্থের ভারে শিশু চক্ষু স্থির।
পুত্র পাঠ্য হেতু পিতা ভাবিয়া অস্থির ॥
নাহিক জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিদ্যার সৌরভ।
অর্থকরী বিদ্যা মাত্র গোলামী গৌরব ॥

ল কলেজ।

তার পার্শ্বে ল কলেজ, শিক্ষা পরিপাটী।
শামলা পরে মামলা লড়ে হাতে লয়ে ছাতি ॥
'ল' শিখে লড়াই জেতে বহ্নি জ্বালি দেশে।
বঙ্গভূমি শ্মশান করে আইনের ফাঁসে ॥
রাশিকৃত অর্থ ব্যয়ে দ্বারভাঙ্গা রাজ।
কিবা কীর্ত্তি স্থাপিলেন বঙ্গমাঝে আজ ॥
নাহি সে গ্রাম্য মোড়ল সুজন রসিক।
গেছে উঠে পঞ্চায়েৎ দণ্ড সামাজিক ॥
লুপ্ত সে দেশের প্রাণ দশের ভিতর।
নায়েক সবাই এবে ভদ্র কি ইতর ॥

যার অর্থ, তার মান, হোক্ বুদ্ধিহীন।
সমাজের নেতা তিনি এমনি দুর্দ্দিন॥
কে করে কাহার শ্রাদ্ধ, কেবা কাটে খোল।
যায় বঙ্গ রসাতলে সাঙ্গ করি মেলা॥

মেডিকেল কলেজ।

দীর্ঘজীবি হও হে কলেজ মেডিক্যাল।
খুব খাও আয়ুর্ব্বেদ গোলদিঘী জল॥
জীর্ণ পুঁথি দূরে ফেল তোমা দফারফা।
ঘুরে গেছে অন্যদিকে তোমা ভাগ্য চাকা॥
দূর কর আয়ুর্ব্বেদ শিখরে ডাক্তারি।
সায়ান্স উন্নতিবলে পসার যে ভারি॥
লম্বা লম্বা "মেডিসিন্" আধুনিক চালে।
"একোয়া পিউরা" দিয়ে অর্থ লুট জলে॥
"হিষ্টিরিয়া" মাথাধরা বঙ্গ ললনার।
আছে নিত্য পাবে কত পেসেন্ট চমৎকার॥
সর্দ্দি হলে "নিমোনিয়া" হরদম মাথা শূল।
পথ্য দেবে চব্য চোষ্য বুন বসে "উল"॥

রান্না ঘরে যেতে মানা, করো বারে বারে।
সে বাড়ী পসার ভারি বুঝ হে এবারে॥
হয় যদি তিল দাদা, করো তারে তাল।
(:নম্রে) তোমার দুঃখ দেখে, কাঁদবে বসে শ্যাল॥
পড়ে রবে হ্যাট কোট মোজা নেকটাই।
ছেঁড়া সাজে গচ্ছা দিতে অক্কা পাবে ভাই॥
পসার হেতু দেবদ্বারে খুঁড়ে মর মাথা।
হাড়া বাড়া টেপ নাড়ী হাতে ধরে ছাতা॥
উল্টে পাতা এনাটমী পড়ে দুই ছত্র।
আসরে পসার খুঁজে মেডিক্যাল ছাত্র॥
ইয়ারের শিরোমণি গুণে গুণধর।
গুরু মেরে বিদ্যা শিখে নামে বিদ্যাধর॥
ঔষধে সারেনা রোগ মৃত্যুশয্যা পরে।
দেহ ফুঁড়ে দেয় বিষ বাহবার তরে॥
"সায়ন্স ইমপ্রুভ" সহ সহর ভিতরে।
ডাক্তারের ছড়াছড়ি অলি গলি জুড়ে॥
"মেডিসিন" মধ্যে শ্রেষ্ঠ আছে "কুইনিন"।
তার গুণে সারা বঙ্গ ম্যালেরিয়া হীন॥
ব্রহ্মার ভাণ্ডারে ছিল এই গুপ্ত ধন।
কুইনিন নামে সুধা পরম রতন॥

যোগ বলে জারম্যান সাধনার বশে।
প্রচারিল গুপ্ত সুধা দীন বঙ্গ দেশে॥
পেট মোটা জীর্ণ দেহ তিলভাণ্ডেশ্বর।
ভোজনে দুপালি অন্ন পথ্য দিনান্তর॥
মরে নিত্য তিল তিল খেয়ে গুপ্ত সুধা।
প্লিহা ফেটে যায় সেঁটে চক্ষে লাগে ধাঁধাঁ॥
সুদূর পল্লীর পাট কর বঙ্গবাসী।
লুপ্ত স্বাস্থ্য পাবে ফিরে পল্লী ভরা হাসি॥
করিলে শ্মশান ভূমি ছাড়ি নিজ দেশ।
কর্ম্ম দোষে পাও কষ্ট যন্ত্রণা অশেষ॥
বিশুদ্ধানন্দের নামে স্থাপি পাকা বাড়ী।
দাতব্য রোগীর সেবা করে মাড়োয়ারী॥
আর, জি, করের কীর্ত্তি দেখ বেলগেছে।
দরিদ্র পীড়িত জনে কত শান্তি দেছে॥
পুণ্যবতী বঙ্গমাতা পেয়ে সুসন্তানে
করের কীর্ত্তি স্তম্ভ, ধরে হৃষ্ট মনে॥
জীবন মরণ পনে খাটি দিবা নিশি।
দরিদ্র পীড়িত জনে দেছে শান্তি রাশি॥
দাতব্য ঔষধ পথ্য আয়ুর্ব্বেদ মতে।
কবিরাজি চিকিৎসা সহর মধ্যেতে॥

রোগী সেবা করে হেথা প্রাচীন আচারে।
"যামিনি ভূষণ" কীর্ত্তি ফড়িয়া পুকুরে॥
সেও কি ক্যামবেল আদি হাসপাতাল।
দশের দেশের অর্থে পুষ্ট চিরকাল॥

"সারকুলার রোড।"

সুবিস্তৃত রাজপথ বাঙ্গালীটোলার।
সহর পূর্ব্ব প্রান্ত নাম সারকুলার॥
বড় দুই ফুটপাথে শোভা মরি মরি।
মুক্ত কচ্ছ করে বাস রাস্তা আলো করি॥
এক পার্শ্বে চর্ম্মকার বানাইয়া চটী।
ক্রেতা মুণ্ডপাত হেতু আগুলিছে ঘাঁটী॥
ভাগাড় লইয়া জমা চামার ব্যাপারি।
জবাই করিতে গলা হাতে করি ছুরী॥
অন্বেষণে সদা ব্যস্ত ত্রস্ত গাভীকুল।
হিন্দুর আরাধ্য ধন করেন নির্ম্মূল॥
গোপ জাতি অধিপতিতে পাপ পর্ণ ভূমে।
শুষ্ক প্রায় হিন্দু জাতি গব্যরস বিনে॥

তেলে জলে বঙ্গ স্বাস্থ্য দুধে ভাতে প্রাণ।
যার পাতে ঘৃত দুগ্ধ সেই পুণ্যবান॥
যে কুলে জন্মিয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারী।
গোকুল করিল রক্ষা গোকুলের হরি॥
সেই দেশ গব্য শূন্য কি বর্ণিব আমি।
ক্ষীরোদ সমুদ্র নামে খ্যাত যেই ভূমি॥
পুণ্য ভূমে পাপ স্পর্শি কলূষিত নরে।
স্বার্থ হেতু, স্বাস্থ্য পিণ্ড দেছে গদাধরে॥
ভেজাল চলেছে দেশে বিদেশী শিক্ষায়।
হোক অর্থ, যাক প্রাণ, কিবা ক্ষতি তায়॥
দুগ্ধে জল দিয়ে গোপ, লিখে পাত্র গায়।
সর্ব্ব দোস হরে নিত্য আইন কৃপায়॥
টাকা দিয়ে কেন জল, খাও বার মাস।
গোপ জাতি সত্য লিখে আইনে খালাস॥
যে গড়েছে এই নব মোলাম নিয়ম।
ধন্য ধন্য সেই নব্য সভ্য মহাজন॥
স্বাস্থ্যরক্ষা "অফিসারের" সুন্দর নিয়মে।
শত ধন্য দিই আমি পীর পাণ্ডাগণে॥
ধন্য হে "মুন্সিপাল" তোর কারখানা।
বুঝা গেছে ভাল রূপে আইন মহিমা॥

মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী।

কি খাই কি খাই করি যত কর্ম্মচারী।
আইনের মহাঅস্ত্র নিজ করে ধরি॥
ঘুরিতেছে অলি গলি সন্ধানে শিকার।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড কাজির বিচার॥
এর মধ্যে এক দল আচারে কষাই।
তোষামুদে প্যাগম্বর পীর মহোদয়॥
মাঝে মাঝে খেয়ে সিন্নি করে ভরা ডুবি
আশ্বাস দানিতে তারা বড়ই মুরুব্বি॥
বচনে অমৃত ঝরে অতি মধু ভাষী।
সাধুজন প্রিয় প্রভু "বিড়াল তপস্বী"॥
চতুরের শিরোমণি, নাই ধর্ম্ম ভয়।
সকলে তাদের ভয়ে করে জয় জয়॥
গণ্ড মুর্খ নব্য বাবু যত ভাগ্যধর।
চান যারা মান নিতে দেশের ভিতর॥
সেইরূপ একজীব ভব কারাগারে।
পিতৃ মাতৃ দায় সম ভোট ভিক্ষা করে।
দাঁড়ায় বিদ্বান পাশে অবিদ্যার ষাঁড়।
কর্ম্মনাশা ভব ঘুরে নব্য কমিশনার॥

রা সরে না তার মুখে ভয়ে কথা কয়।
কার্য্য সারে ঘাড় নেড়ে বাক্য ইসারায়॥
সুরস্বতী বর পুত্র পরে ধড়া চূড়া।
কথা কয় ঢোক গিলে, পাছে পড়ে ধরা॥
প্রতিবাসী নিত্য আসি খোঁড়ে পায় মাথা।
রাখে না'ক মাথা কা'র, ধরে পর্ণছাতা॥
ভোট পেয়ে কোটে বসে আদার ব্যাপারী।
মান নিয়ে অভিমানে যান গড়াগড়ি॥
উপকার দূরে থাক্ মন্দ করে হেসে।
দেশবাসী ভোট দিয়ে কাঁদে শেষে বসে॥
ইহার দক্ষিণে শোভে পুণ্য গোরস্থান।
"হাজির নোমাজ পীঠ" "কারবালা ট্যাঙ্ক"
সহরে কবর ভূমি মানিকতলায়।
মহম্মদ ধর্ম্মী শেষ শান্তির আশ্রয়॥
জীবনের সর্ব্বলীলা করি সমর্পণ।
এই ভূমে স্বীয় কীর্ত্তি করেন স্থাপন॥
ইষ্টকে গাঁথিয়া বেদী রক্ষা করে স্মৃতি।
রাখে যেথা কর্ম্মবীরে কর্ম্মভূমে স্থাপি॥

দক্ষিণ বঙ্গের লোক চরিত্র।

ইহার কিয়ৎ দূরে শিবাদহ হাট।
বৈটকী বাজার কিবা আর বেলেঘাট ॥
উত্তর দক্ষিণে রেল ছুটে দুই পথে।
শিবাদহ বেলেঘাটা এষ্টেসন হতে ॥
দক্ষিণ বঙ্গের লোক শুনি বড় বদ।
চিরকেলে এ কলঙ্ক দেশের প্রবাদ ॥
রাতকে দিবস করে, দিনে করে রাত্র।
প্রাধান্যে সবাই বড় কিবা জাতি গোত্র ॥
কোন্দলে সবাই পটু বাধায়ে বিবাদ।
টেনে আনে সিন্নি মেনে, সাধ করি বাদ ॥
করি ঋণ, বেচি ভিটে, আদালতে যায়।
দক্ষিণ সাকিম লোকে হবে পরাজয়!
পয়সার আদ্যশ্রাদ্ধ সাক্ষ্য বিদখুটে।
কালা নবী, কানা যোগে, নিত্য আছে জুটে ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রত, যত বাস্তুঘুঘু।
মুখে টঙ্ক হেগো রোগী, চির পথ্য সাগু ॥
খায় দায় নিদ্রা যায়, কার্য্য পর নিন্দা।
হুঁকা ধ্যানে চিরমগ্ন, দুষ্ট বুদ্ধি ষণ্ডা ॥

শোষনে ঘাড়ের রক্ত উকিলের বাবা।
তার রক্ত খান ক'সে এম্নি এরা হাবা॥
উকিলের খান মুণ্ড, চির চণ্ডুপায়ি।
চলনে আমির পুত্র, বুদ্ধে রাজ্য জয়ি॥
বচনে ভাঁড়ের বাবা, হারামের ধাড়ী।
কীর্ত্তি দেখে ধর্ম্মদেব মত্তদেছে ছাড়ি॥
আলিপুর কোর্ট জুড়ে এই গুণধর।
নিত্য ঘুরে, ভব ঘুরে, তার খুরে গড়॥
বর্ণিত সহর চিত্র দর্পণেতে ফেলে।
দেখ দেখি প্রতিচিত্র মিলে কিনা মিলে?

———

ফিরিঙ্গী টোলা।

ইহার দক্ষিণে যত ফিরিঙ্গীর বাস।
সোরানীর পুত্র যারা যত কালা ট্যাঁস॥
মার নাম হরিদাসী, "পেরু" জন্ম পিতে।
তার পুত্র রাজ জাতি ঘৃণা করে ছুঁতে॥
খৃষ্টি ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে জর্ডনের জলে।
পিত্রু নামে পরিচয় আদি নাম ভুলে॥

দেশের কলঙ্ক সেই ফিরিঙ্গীর পোলা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বোধ সব কেলেগোলা॥
সাহেব খেতাব নিয়ে আপনার মনে।
আপনি রাজার জাতি ভাবে সর্ব্ব জনে॥
পরে হ্যাট, খান বিড়ি, মুড়ি জল পান।
ভ্রমণে ডোমের ছুড়ি মেম রূপে ধান॥
অমাবস্যা লজ্জা পান দেখে যার বিবি।
আর্য্য পুত্র, দেখি সেই, পেরু পদ সেবি॥
খেয়ে বড়ি খোড় মোচা, অভিমানে প্রভু।
মোচাকে কালার ফুল মুখে বলে যাদু।
নেটীভ বাঙ্গালী জাতি ওরা তার প্রভু॥
জন্মি বঙ্গে কেলে সোনা বীর জাতি তবু।
সাহেবি ধরণে খান লয়ে কাঁটা চামচা॥
তেল নুন মেখে ভাতে টীপে কাঁচা লঙ্কা।
পুঁই শাক চড়চড়ি বড়ী বড়া আদি॥
উদরস্থ করে প্রভু ঘরে রাঁধে মাগী।
আশমানে জন্ম যেন "বাওয়া ডিম" পেড়ে॥
দেশের দশেরে ঘৃণা, করে তাই ভেড়ে॥
তোরাও কালার জাত, ভেবে দেখ ভেঁড়ে।
কাক হয়ে কেন ম'র পর পুচ্ছ পরে॥

৷

রাজ জাতি চিরদিন দানে ধর্ম্মে বড়।
তার মানে হবি মানি বৃথা আশা ছাড়॥
গোবরে কমল ফুল ফুটে না ধরায়।
সরোবরে কমলিনী নিত্য দেখা দেয়॥
সঙ্কীর্ণতা মধ্যে বাস প্রাণ জড়সড়।
তাদের পরাণ আর কত হবে বড়॥

গোলামী দুঃখ।

রাজজাতি অনুগ্রহে আকাটের রাজা।
সোরাণীর পুত্র বলি নিত্য মারে মজা॥
রুটীদাতা মহাপ্রভু দয়া পরবশে।
না দেখে বিদ্যার দৌড় পোষে কালা ট্যাসে॥
সাধে কি বলিগো আমি সোরাণীর পুত্রি।
নতুবা এতেক কেন প্রাধান্যের গতি॥
যোগ্যাযোগ্য দেখে নাক ট্যাসে পোষ্ট পায়।
তার তাঁবে খেটে বঙ্গ, করে হায় হায়॥
ঘুচেনা দৈন্যের জ্বালা ভাবনা অশেষ।
খেটে খেটে শীর্ণকায় অতি দীনবেশ॥

নাহি পায় পেট ভরে খেতে দুটো অন্ন।
অন্নের কাঙ্গাল তাই সাজিয়াছে বঙ্গ ॥
যার খেতে ফলে সোণা গোলা ভরা ধান।
তার ছেলে উপবাসী অন্নহীন প্রাণ।
যার মাতা অন্নপূর্ণা লক্ষ্মীরূপা দেবী ॥
তার ছেলে অন্ন তরে পেরু পদ সেবি ॥
হায়রে বাঙ্গালী জাতি আর কত দিন।
এভাবে কাটাবে কাল হয়ে অন্নাধীন ॥
ভিটে মাটী রক্ষা কর রাখ বংশ মান।
সহরের চাকচিক্যে মজাওনা প্রাণ ॥
এস না ভজিতে কভু পেরু পুত্র জনে।
আপনারে দেখ বড় আপনার মনে ॥
জাত, মান, বাস্তুভিটে দিয়ে জলাঞ্জলী।
চাকুরী কর না সার বংশমান ভুলি ॥
এ নহে তোমার কীর্ত্তি, অমূল্য জীবনে।
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল বুঝ নিজ মনে ॥
মজিয়াছ নিজে তুমি আপনার দোষে।
নিজ কর্ম্মফলে তাই ভুগিছ অশেষ ॥
বর্ণিত সহর চিত্র দর্পণেতে ফেলে।
দেখ দেখি প্রতিচিত্র মিলে কিনা মিলে ?

"সাহেব টোলা।"

সহরে সাহেব টোলা রাস্তা পরিপাটী।
বাঁধা বাঁধি বন্দবস্ত মস্ত আঁটা আঁটী॥
পীচে ঢালা নব রাস্তা যেন খাস্তা রুটি।
চলনে আরাম পাবে যত যাবে ছুটী॥
তাপে তপ্ত হয় পীচ্ রবি করে যত।
বসে যায় লেডি জুতা পীচ্ মধ্যে তত॥
গাড়ী ঘোড়া দ্রুত চলে কিন্তু নাহি সাড়া।
শান্তিময় রাজ্য যেন অতি মনোহরা॥
বিদ্যুৎ বাঁধিয়া রাখি রাস্তা পোষ্টসনে।
জ্বালায় বিজলী মালা সাহেবি ধরণে॥
সারি সারি জ্বলে আলো অতীব সুন্দর।
বাঙ্গালী টোলার সনে প্রভেদ বিস্তর॥
শুনিলে চৌরঙ্গী কথা, ছুটে যাবে এম্।
হুজুরে মেথর হের নিত্য মোতায়েম্॥
আর ছবি দেখ ভাই বাঙ্গালী টোলায়।
নিত্য ছুটে গন্ধ কত অলি গলি ময়॥
বিড়াল ইন্দুর ভেক পচি রাস্তা ধারে।
সৌগন্ধে আমোদ কত্তর স্বাস্থ্য রক্ষা তরে॥

শক্ত ছেলে গোরা চাঁদ, মুক্ত তার কূল।
তার পূজা ঢাকে ঢোলে, কেন হবে ভূল॥
পাদ্যঅর্ঘ ধূপ দীপ ষোল উপচারে।
গোরার সদাই পূজা লাল মুখ হেরে॥
ওরা যত লাল ছেলে মোরা যত কালা।
"মেটীভের" পূজা শুধু গুমো চাল কলা॥
পথে ফেরে ঝাড়ুদার ঝাঁটা করি হাঁতে।
সঙ্গে সঙ্গে আবর্জ্জনা নিত্য সাফ্ পথে॥
চেয়ে থাকে ঝাড়ুদার অশ্বযান পানে।
পড়ে যদি অশ্ব বিষ্ঠা দেবতার স্থানে॥
ফিট্ ফাট্ গোরাচাঁদ দেবতার জাতি।
স্বরগ ঠাকুর বলি বঙ্গ মাঝে খ্যাতি॥
বড় বড় "ফুটপাত" বড় রাস্তা পাশে।
সাড়া শব্দ নাহি সেই নির্জ্জন আবাসে॥
দোয়েল পাপিয়া সনে, সুরে করে গান।
চাঁদের অধর সুধা করে নিত্য পান॥
সতত বিহরে গোরা শ্রীমতী খট্টায়।
ফেলে ছানা, খায় চেনা গোপন লীলায়॥

———

সাহেবঘেসা লোক চরিত্র।

মনোমত সাথি যত নিত্য আসি ঘরে।
প্রেমের তরঙ্গে দিন কাটান বিভোরে॥
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র গোরা বঙ্গ মাঝে ভাতি।
কালার আঁধার হৃদে জ্বালে নব বাতি॥
দূর হতে কর গড় গোরার শ্রীপদে।
মজনা প্রভুর প্রেমে পড়িবে প্রমাদে॥
গোরা যে অমূল্য নিধি পরেশ পাথর।
সত্য ধর্ম্ম অবতার প্রেমের সাগর॥
এই প্রেমে মুগ্ধ যত সহরের কালা।
ভবনাট্য রঙ্গমঞ্চে দেখ তার লীলা॥
সাহেবি ধরণ তারা করিয়ে নকল।
কিমভূত রূপে বিশে সাজেন ধবল॥
হ্যাট কোটে বিভূষিত, কথা বাঁকা বাঁকা।
চলনে সাহেবি ধারা ভিতরেতে ফাঁকা॥
অতি মুগ্ধ রূপচাঁদে আচারে কষাই।
বৃদ্ধ মাতা মনোদুঃখে কাশী বাসি তাই॥
মাকে দেন মাসহারা বছরেতে নয়।
শ্রীমতী শ্রীপাদ পদ্মে বিকাইয়া রয়॥

হুকুমের ভৃত্য সবে নিত্য করে পূজা।
বিদ্যা শিখে, বুদ্ধি দোষে দেখ আস্তখাজা॥
শ্রীমুখ ঢাকিয়া হাতে, হাসে ফিক্‌ফিক্।
গোয়ার ধরণে চলে কাঁপে দশদিক॥
ভোজনে চামচ কাঁটা, শেষে গেলে কলা।
বার করে দন্তপাটী যেন কাঁচা মূলা॥
সাহসে বচন মাত্র কার্য্যে পেছু হটে।
বিক্রমে "ডেভিল ফুল" অল্পে যায় চটে॥
বাবুর্চি পবিত্র হস্তে যদি করে পাক।
তবেই কেলের পেটে হয় পরিপাক॥
বিবিরূপে বড় পুঁটী আপন অন্দরে।
রামায়ণ ফেলি দূরে "সেলি" পড়ে ঘরে॥
সাহেবি আচার বন্যা প্রবেশিয়া দেশে।
ডুবিল ডুবিল বঙ্গ, গোরা সঙ্গ দোষে॥
সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট তাই কষ্ট পায়।
গৃহলক্ষ্মী চিরমতি সাহেব আনায়॥
হেঁসেল সম্পর্কে দিয়ে জন্ম মত আড়ী।
নভেল নাটক লয়ে থান গড়াগড়ি॥
দেমাকে না পড়ে পদ, ধরা দেখ সরা।
মাল্য দিয়ে বেয়াকুবে বানায়েছে ভেড়া॥

শিরে ধরি প্রিয়তমা গঙ্গাধর মত।
ভৃত্যরূপে নিত্য পতি চির পদানত॥
খেটে খুটে আনে মিন্সে ঢালে পত্নী পায়
হাত তোলা পায় পতি, মাসে আন. ছয়।
যখন ভ্রমণে যান্ পরে জুতা মোজা।
বড়পুঁটী পর সনে করে কত মজা॥
স্বাধিনতা পরাকাষ্ঠা দেখ বঙ্গবাসি।
নিখুঁৎ সহরচিত্র পাবে রাশি রাশি॥
ভায়ে ভায়ে নাহি মিল ভিন্ন বাপ ছেলে।
নায়েক বঙ্গের পুতি চালে মাথা খেলে॥
সাবিত্রীস্বরূপা ভগ্নী অন্ন বস্ত্রাভাবে।
ভ্রাতৃগৃহে আসে যদি পড়িয়া অভাবে॥
তারে দুটি ভাত দিতে মুখে ঝাড়ে ঝাল।
চক্ষে বহে অশ্রুবারি কাঁদে চিরকাল॥
ব্রাহ্ম-চালে কর্ত্তে বিয়ে সৎবুদ্ধি দানি।
জোটায় হাড়ির ছেলে বিদ্যা-অভিমানি॥
মানে না সমাজ-ভয় ব্রাহ্মণ কুলীন।
গোরাচাঁদ প্রেমে ঢলে মেজাজ স্বাধীন॥
বিগ্রহ নিগ্রহ তার, গলগ্রহরূপে।
পিতৃপুণ্যে শালগ্রাম, চাল পান মেপে॥

জোটে না বিষ্ণুর ভাগ্যে বিন্দু গুড় ছোলা।
গেছে উঠে পাল-পর্ব্ব রাস দোললীলা॥
ভাদ্রমাসে "জন্মকথা", শোয়া, পাশমোড়া।
উত্থান, প্রস্থান এবে, দেব ভাগ্য জোড়া॥
দেব-গৃহ হ পড়ে নাক সাঁজের প্রদীপ।
কলির বিক্রমে কাঁদে ঠাকুর পৈত্রিক॥
দোলমঞ্চে সারি সারি ঝোলে চামচিকে।
মৌরসী পাট্টায় রয় নিত্য মনোসুখে॥
চিরপূজ্য বিপ্রপুত্রে করে না প্রণাম।
ভক্তি দেখে, পিত্তি চটে, মস্ত জজমান॥
দেবভাগ্যে খুঁদ কুড়ো, নিজের বাদাম।
গোরার পীরিতে পড়ে ভক্তি অন্তর্ধান॥
বর্ণিত সহরচিত্র দর্পণেতে ফেলে।
দেখ দেখি প্রতিচিত্র মিলে কি না মিলে॥

গড়ের মাঠ ও ইডন গার্ডেন।

আদিগঙ্গা কুল হ'তে নামিয়া যে স্থান।
কেল্লা কোলে এসেছে যে বিস্তৃত ময়দান॥
তাহারে গড়ের মাঠ কহে সাধারণে।
গড়ে ঘেরা মাঠ বলি সম্ভাষে ঐ নামে॥
সোহাগে চলেছে মাঠ লাটের অন্দরে।
আদরে চৌরঙ্গী তারে ধরে নিজ ক্রোড়ে॥
মাঠের মাঝারে পথ তায় আলো রাশি।
নানা বৃক্ষ সুশোভিত ভ্রমহ উল্লাসি॥
মাঠ মাঝে আছে এক অতি উচ্চ স্তম্ভ।
উঠিলে তাহার মাথে ঘুচে যায় দম্ভ॥
সেই উচ্চ চূড়া হতে নগর প্রান্তর।
দৃষ্ট হয় বিধিমতে সারাটী সহর॥
"মনুমেণ্ট" নামে খ্যাত ইষ্টকে নির্ম্মিত।
অসংখ্য তাহার সিঁড়ি আঁধারে আবৃত॥
মাঝে মাঝে আলোপথ ক্ষুদ্র বাতায়ন।
উঠিলে তাহাতে হয় মস্তক ঘুর্নন॥
সাহেব জনের রাস্তা "রেড রোড" নামে।
মাঠমধ্য হতে পথ মিশেছে পশ্চিমে॥

সখের উদ্যান মরি নামেতে "ইডন"।
রাজজাতি ভ্রমে হেথা সাথে লয়ে "মেম্" ॥
সহর-বিচিত্র-চিত্র প্রাণ মুগ্ধকর।
এই স্থান শোভা মরি অতীব সুন্দর ॥
পশ্চিমেতে গঙ্গা নদী শোভে নিরন্তর।
তার কূলে অপরূপ উদ্যান প্রসর ॥
গঙ্গা কূলে কত "ক্লাব" সাহেবি আলায়।
উল্লাসে সখের তরী দাঁড় বাহি যায় ॥
গঙ্গাবক্ষে পরিপূর্ণ বিলাতী জাহাজে।
জ্বালায় আলোর মালা, নক্ষত্র বিরাজে ॥
স্বর্গের সুষমা ফুটে নিত্য মর্ত্ত্যভূমে।
সঙ্গীতে বাজনা বাজে নিয়ত "গার্ডেনে" ॥
বিস্তৃত পরিখা কাটা অতীব সুন্দর।
পথ যথা, তথা সেতু, পরিখা উপর ॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত কুঞ্জ নানা বৃক্ষে ঘেরা।
দোয়েল পাপিয়া কত দেয় হেথা সাড়া ॥
অপূর্ব্ব নিকুঞ্জ কুঞ্জে নির্জ্জনতা স্থানে!
বিরহেতে বিরহিনী ভুঞ্জে কতজনে ॥
এই কুঞ্জে ভুঞ্জে সখি নীরব নিশায়।
প্রেম শিক্ষা করে সখা সাহেবি কেতায় ॥

সখার কি দোষ দিব, সখি সর্ব্বনাশী।
গোপনে কুঞ্জতে ভুঞ্জে নাগর প্রয়াসী॥
তালে তালে বাজে ব্যাণ্ড, চাঁদনীর মাঝে
সখা সখি মুখোমুখি তথায় বিরাজে॥
স্বাধীনা রমণী ওরা নির্দ্দোষ আনন্দ।
মুর্খজনে ভাবে দোষ প্রাণে আনে "সন্দ"
স্বচ্ছন্দ বিহারী ওরা মনে নাই গোল।
প্রেম করা মুখে ছাই বল হরি বোল॥

হাইকোর্ট।

আইনের আদ্যশ্রাদ্ধ সদ্য পিণ্ড দান।
হাইকোর্টে হয় নিত্য শুনহ ধীমান॥
স্বহস্তে দানিলে পিণ্ড গদাধর পদে।
যে ফল করেন লাভ পিতৃগণ সবে॥
সেই ফল প্রসবিনী কোর্ট মায়াবিনী।
তাহার খপ্পরে গেলে স্বর্গস্থ অমনি॥
সশরীরে স্বর্গবাস এই মর্ত্ত্যভূমে।
শেষ দশা, যাবে খাসা, মুগ্ধ ইষ্ট নামে॥

পরাবে সন্ন্যাসী বেশ বিভূতি কৌপীন।
মনো ক্ষোভে মৌন ব্রতে যাবে চিরদিন ॥
কোর্টের প্রথম ধাপে উকিল মোক্তার।
দ্বিতীয় সোপানে বসি নব্য ব্যারিষ্টার ॥
প্রিয়ভাষী চাপরাশি এটর্নী কেরাণী।
কত সিঁড়ি লও গুণে কি কব বাখানি ॥
বাচাল দালাল যত রত ইষ্ট ধ্যানে।
ফিরিছে সতত তারা শিকার সন্ধানে ॥
আইনের মস্তখনি কোর্ট গুণমণি।
দূর হতে ভক্তিভাবে তাহারে প্রণমি ॥
কি কল ফেঁদেছে হেথা আইনের বলে।
ভাই ভাই করি দ্বন্দ্ব আসে কুতূহলে ॥
জেলাকোর্টে গাত্রজ্বালা মিটাতে না পারি।
মায়াবিনী কোর্টে আসে অতি দর্প করি ॥
শিকারী বিড়াল হস্তে নস্ত্য ক'রে পুঁথি।
আইনের পুঁজিপাটা দলিলাদি নথি ॥
ভাগ করে সম বাঘ, দলাল চতুর।
ভগবান ধ্যান রত কলির বিদুর ॥
মিটি মিটি চক্ষু দুটী বচনের ঝুড়ি।
আদরে আলাপ করে দেখ নথি পড়ি ॥

পড়ে নথি কথা চেপে ঝাড়ে বাক্য বাণ।
এর তরে কেন চিন্ত, দিতেছি সন্ধান॥
দলিল প্রমাণ বলে তব জিৎ কাট।
হেরেও তোমার জিৎ বলেছি নির্ঘাৎ॥
শুন মোর ইষ্টবাণী তুষ্ট কর শেষে।
নথি সব নিয়ে চল উকিল সকাশে॥
আমার উকীলবাবু বড় সদাশয়।
আসরে পসার তার কি কব তোমায়॥
নানা তালে অর্থ নাশ করিবার ঢেঁকি।
কভু ভদ্র আলাপনে কভু উগ্র খেঁকি॥
একব্যর এর প্রেমে যে ঢালিবে গাত্র।
ভিটে মাটী চাটী তার সদাই তটস্থ॥
আইনেতে যদি আস্থা রাখ কভু প্রাণে।
দালালে না ঢে'ল প্রাণ মিষ্ট আলাপনে॥
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি, স্বার্থে ইষ্ট কার্য্য।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝে শিকারে আহার্য্য॥
অর্থই সর্ব্বস্ব জ্ঞান ধর্ম্ম আরাধনা।
মক্কেলে আক্কেল কভি গুণে দেয় সোনা॥
বিন্দুমাত্র চক্ষু লজ্জা নাহি ব্যবসায়।
নামেতে বাজায় ডঙ্কা আইন বিদ্যায়॥

আসরে পসার যেই লভে বিদ্যাবলে।
লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা আইন বকালে॥
কৌন্সলীর হাইচার্জ্জে প্রাণ জর জর।
এটর্নীর দাপে অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
মক্কেলের গলাখানি পুরি হাড়ি কাঠে।
নানাজনে দেয় বলি আইনের দাপে॥
বিষয় অবশ্য পায় আইনের বলে।
খরচে সর্ব্বস্ব কিন্তু যায় অবহেলে॥
যার তরে লড়ালড়ি সেই যায় ভেসে।
বিষয় বেচিয়া ঋণ দেয় ঘরে এসে॥
অপরূপ পয়জার হাতে শেষ মালা।
বুদ্ধি দোষে আনে টেনে চিরদৈন্য জ্বালা॥
উকিলে বাজায় যারা আইনের ডঙ্কা।
তাদের নাহিক দৈন্য, লজ্জা, মান, শঙ্কা॥
পসার নাহিক যার, তার দৈন্য ঘরে।
আইনে ইস্তফা দিয়ে, হয় ভব ঘুরে॥
তাদের পসার কথা কি বর্ণিব হায়।
বিদ্যাশিখে যোলআনা রোজ না পোষায়॥
উকিলের আমদানী সরস্বতী বরে।
বিশ্ববিদ্যালয় ফর্দ্দ দেখহ বছরে॥

শুষ্ক পেটে ধরে খিল, আক্রমিছে যক্ষ্মা।
তবুও আইনে ছাত্র দিতেছে পরীক্ষা॥
জোটে না পেটের অন্ন, দ্বন্দ্ব দৈন্য সাথে।
এ হেন আইনে ছাত্র ধাও কোন মতে?
বেঁচে থাক সরস্বতী ঢাল বিদ্যা বঙ্গে।
আইন প্লাবনে দেশ ভাসাওনা রঙ্গে॥
আইনের দ্বার রুদ্ধ করি সযতনে।
ভূতপূর্ব্ব ছাত্রে তব বাঁচাও জীবনে॥
নিরস পাঠেতে মন কেন বঙ্গবাসী?
বাজাও মঙ্গল শঙ্খ ঘরে ফিরে আসি॥
আইনের শুষ্ক গ্রন্থে মিলেনাক অন্ন।
কেন সাজ মিথ্যাশ্রয়ি ঘুচিবে কি দৈন্য?
না খেয়ে ঢুকিছে আঁত, শীর্ণ কলেবর।
কি হবে আইন পড়ে কৃষিকার্য্য ধ'র॥
ঘুচাও পল্লীর দৈন্য দেবতার বরে।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ ফিরে এস ঘরে॥
বর্ণিত সহর চিত্র দর্পণেতে ফেলে।
দেখ দেখি প্রতিচিত্র মিলে কি না মিলে?
সে সহর কলিকাতা অতি চমৎকার।
ভক্তিভরে পায় তার করি নমস্কার॥

ফোর্ট।

সহর দক্ষিণে শোভে "ফোর্ট উইলিয়ম"।
বণিক স্থাপিত কেল্লা বঙ্গেতে প্রথম॥
মাটী গর্ভে পাকা বাটী অপূর্ব্ব বিবর।
ব্রিটীশ সিংহের কেল্লা অতি মনোহর॥
শিখায় যুদ্ধের রীতি যত সৈন্যগণে।
শত্রুর দমন কল্পে অতি সাবধানে॥
চারিটি প্রবেশ দ্বার কেল্লার সুড়ঙ্গ।
তার মধ্যে বণিকের অপরূপ কাণ্ড॥
সৈন্যের আবাসস্থল রণসাজ পোরা।
গোলাগুলি তরবারি বারুদেতে ভরা॥
রাজ্যের বাঁধন তরে বাঁধা আটঘাট।
শত্রুনাশ করিবার রণসাজ পাট॥
শত্রুচক্ষে দিতে ধূলি অতাব কৌশলে।
সুড়ঙ্গ কাটিয়া কেল্লা নির্ম্মে কুতূহলে॥
মাটি-গর্ভে অস্ত্রাগার অতীব সুন্দর।
সহর বন্দর কোলে শোভে নিরন্তর॥

বন্দর।

সুন্দর বন্দর কোলে জেটী সারি সারি।
বিলাতী জাহাজ আসি ভিড়ে তায় ধীরি ॥
বিলাতী পণ্যের তরী বঙ্গ উপকূলে।
বণিক সৌভাগ্যে আসে অতি কুতূহলে ॥
দিয়া লৌহ, কাড়ে স্বর্ণ ব্যবসার বলে।
দীন বঙ্গ চেয়ে দেখে অদৃষ্ট সম্বলে ॥
আলস্য জড়তা ভরা সারা বঙ্গ হায়।
পায় না পসার মোটে কোন ব্যবসায় ॥
বঙ্গের বণিক জাতি উঠ ত্বরা করি।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ ভাসা পণ্যতরী ॥
এস, এস, এস ফিরে "চাঁদ সদাগর"।
সাজাও পণ্যের তরী "শ্রীমন্ত" আবার ॥
বঙ্গের বাণিজ্য পীঠ কোথা "সপ্তগ্রাম"।
খরস্রোতা সরস্বতী কেন হ'লে বাম ॥
কোথায় বণিক বংশ ভাসা পণ্যতরী।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ এস ঘরে ফিরি ॥
কেন হে নিদ্রিত যত বঙ্গ ধনেশ্বর।
মুক্ত করি অর্থ দ্বার দাঁড়াও আবার ॥

জাতিয় বৃত্তিতে প্রাণ করি সমর্পণ।
বঙ্গের কলঙ্ক গাথা কর বিমোচন ॥
দেখাও বাণিজ্য পুনঃ, ভীম মূর্ত্তি ধরি।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ এস ঘরে ফিরি ॥
কামার কুমোর জাতি মালি তন্তুবায়।
দাঁড়াতে করহ চেষ্টা আপনার পায় ॥
তেলি, তিলি আদি করি বণিক দ্বাদশ।
আনহ বাণিজ্যে লক্ষ্মী ফুটে উঠ যশ ॥
তুমি হে অগ্রজরূপী বণিক সুবর্ণ।
দেখাও বাণিজ্য পথ, হও নিজে ধন্য ॥
ফিরাও দশের ক্লেশ নিজ পণ্যধরি।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ ঘরে এস ফিরি ॥
এসহে সমাজ ভিত্তি প্রাণের কৃষক।
করসেবা গোপজাতি গোপাল সেবক ॥
মন প্রাণে কর সেবা আবার গো ধনে।
ঘৃত দুগ্ধে দশে পুষ্ট রাখ সযতনে ॥
আবার ঘোষিছে দেশ গোময়েতে স্বাস্থ্য।
গো ধন পালনে ভাই কর প্রাণ ন্যস্ত ॥
বঙ্গের অপূর্ব্ব লক্ষ্মী গোধন সবারি।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ উঠ পণ্য ধরি ॥

সহর চিত্র।

এস হে দেশের জ্যোতিঃ বঙ্গ জমিদার।
করহ কৃষকে রক্ষা নাশি দৈন্য তার॥
কৃষক জীবন মূলে সম্পদ তোমার।
বুঝিয়া তাহারে পাল রক্ষিতে সংসার॥
মানব জাতীর ভিত্তি কৃষিকার্য্য মরি।
বাঁচাও কৃষকগণে উঠ পণ্য ধরি॥
দেশের জীবন মূলে কৃষক জীবন।
তাদের করহ রক্ষা ব্রিটীশ রাজন॥
দুর্দ্দিনে ছাড়হ কর, পাল সযতনে।
জমিদারে কর রক্ষা রাজ ধর্ম্ম গুণে॥
রাজার মঙ্গল কর তুমি হে শ্রীহরি।
আনন্দে বাজুক শঙ্খ, উঠ পণ্য ধরি॥

———

ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

সদাগর অফিস।

ভারতে ব্রিটীশ-শক্তি আদি প্রতিষ্ঠাতা।
বণিক ক্লাইভ নামে রাস্তা আছে হেথা॥

এই পথে সদাগর বিদেশী বণিক।
পণ্য বলে গড়িয়াছে ব্যবসার পীঠ ॥
পাশাপাশি বসে যত শ্রেষ্ঠ কারবারী।
"গিলেণ্ডার", "গ্রেহেমাদি", আর "বামালরি" ॥
"ক্লাইব-বিল্ডিং"এ কত ক্ষুদ্র কারবারী।
খুলিয়া ব্যবসা হাট নিচ্ছে গুণে কড়ি ॥
বঙ্গের গৌরব পুতি রাজেন্দ্র মুখুর্জ্জি।
মার্টিনের অংশীদার ব্যবসায় পূজি ॥
বিদেশী সাহেব, "কার" "তারকের" সাথে।
ব্যবসা গৌরব ছাতা ধরে দুই হাতে ॥
পণ্যের বিজয় লক্ষ্মী পূজি বিধিমত।
সহরে সরকার গুষ্ঠী আছেন বিখ্যাত ॥
বণিক চেম্বারে মরি ব্যবসার ধ্বজা।
উড়াইয়া সহরেতে লুটে কত মজা ॥
জীবন বীমার কল খুলি শত শত।
দেশের দশের আয়ু জানায় অনিত্য ॥
"ল্যাঙ্কেসর", নর উইচ, "সাউথ ব্রিটীশ"।
"ন্যাশানাল" আদি করি বীমার অফিস ॥
চলেছে নিয়ত ব্যাঙ্ক, দশের টাকায়।
পাঁচ ফুলে সাজি সম কৌশলে চালায় ॥

পরের মাথায় ভাঙ্গি রসাল কাঁঠাল।
কি প্রভুত্ব পর অর্থে করিছে বাচাল ॥
"ম্যাকিনন্", "ম্যাক্লীন", "রেলি", "টরনর"
"জর্জ্জহ্যাণ্ডো", "পেট্রোকচি" আর অপকার ॥
বঙ্গের বাণিজ্য দীপ দেশের গৌরব।
"গণেশচন্দ্র", পণ্যেতে বাড়ায় বৈভব ॥
অর্থ বলে বলিয়ান বুদ্ধে বৃহস্পতি।
"প্রাণকৃষ্ণ লাহা" বঙ্গে, পণ্যে লক্ষ্মীপতি ॥
বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লভি ভজি নিজ ইষ্ট।
সমগ্র জগতে নাম নিল "বটকৃষ্ণ" ॥
পুরাণ "বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক" নব নাম নিল।
"ইমপিরিয়াল" বলে ; দেশে প্রচারিল ॥
কব কত, চেয়ে দেখ ঐ "হোরমিলর"।
সহর "ইম্প্রুভট্রাষ্ট" পুরাণ "থ্যাকার" ॥
দেশ অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে "মুন্সিপাল"।
দেশের পেছুতে ছুটে বাড়ায় ভেজাল ॥

হাবড়ার পোল।

সহরে অপূর্ব্ব দৃশ্য হাবড়ার পোল।
দেখে শুনে বিশ্বকর্ম্মা লুপ্ত হলো বোল॥
জলেতে ভাসালে পুল, অতি চমৎকার।
বিজ্ঞান উন্নতি ভবে করিছে প্রচার॥
ব্রহ্মার নন্দিনী মাতা হ'লো হতভম্বা।
কুক্ষণে ধরায় আসি লভে অষ্টরম্ভা॥
কলির পাল্লায় পড়ে কালি হলো হাড়।
ভাগীরথী দুঃখ কথা কি কহিব আর॥
গঙ্গাবক্ষে বাঁধি সেতু রেল কর্ত্তৃপক্ষ।
চালায় বিবিধ যান, চলে লক্ষ লক্ষ॥
দয়াময়ি জাহ্নবীর পাপ নাশ লক্ষ।
তবুও পাতকি জনে দেন মাতা মোক্ষ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া দেবী আসিয়া ধরায়।
নাকালের একশেষ বণিক পাল্লায়॥
মালপত্রে ভরা গাড়ী চলে পুলে দ্রুত।
যাত্রির নাহিক সীমা চলে অবিরত॥
নীরবে সহিছে মাতা সন্তানের দাপ।
তথাপি হরেন দেবী ত্রিলোকের পাপ॥

হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গঙ্গা মহানদী।
সর্ব্বপাপ হয় দূর জল স্পর্শ যদি॥
এরূপ পবিত্র জল বিজাতীয় দলে।
মলমূত্র ফেলে সদা ব্যবসার বলে॥
স্থাপিয়া গঙ্গার তীরে, কত চটকল।
ফেলিছে নিয়ত জলে যতেক জঞ্জাল॥
গেল হিন্দু ইহকাল, পরকাল নষ্ট।
চিরদৈন্য সাথে চলে পায় পাপে কষ্ট॥
শত অপরাধি যদি হয় মাগো পুত্রে।
ক্ষমিও তাদের দেবি তব নাম সূত্রে॥
ভগীরথে কৃপাকরি এসেছ ধরায়।
কলিকে ফেলিয়া পাপে যেওনা ত্বরায়॥
শাস্ত্রের বচনে যদি যাও কলি শেষে।
পাপীরা যে হবে সারা, পাপ স্রোতে ভেসে॥
তোমার চরণে যেন থাকে চিরমতি।
ঘুচাও শমন জ্বালা করি এ মিনতি॥
সন্তানের অপরাধ মাতা যদি লয়।
চন্দ্র সূর্য্য হয় লোপ ঘটায় প্রলয়॥
আনন্দরূপিণী মাতা ত্রিতাপহারিণী।
ভারত ভরসা তুমি পতিতপাবনী॥

হাবড়ার পুল পারে পশ্চিমের রেলে।
গয়া কাশী বৃন্দাবনে যাও অবহেলে॥
অপরূপ রেলপথ বণিক জনায়।
জল অগ্নি সহযোগে চালায় ধরায়॥
ছুটিছে দক্ষিণে রেল উদ্গারিয়া ধূম।
মহাহর্ষে চলে যাত্রী আনন্দের ধূম॥
তীর্থযাত্রা পদরজঃ প্রয়াস কারণ।
পুলের চরণে পড়ে আছে "হ্যারিসন"॥
জীবন-সঙ্গিনী রূপা "শিবাদহ" ধনি।
হ্যারিসন পদ-প্রান্তে শোভে গরবিনী॥
জগতের বহুজাতি চলে এইপথে।
দেশমান্য ধনীমানি রাজরাণী সাথে॥
সহর প্রবেশ দ্বার সম "হ্যারিসন"।
পুল হতে নেমে অগ্রে এতে পদার্পণ॥

বড়বাজার।

আহা মরি অপরূপ ব্যবসা'র স্থান।
সহরে বাজার বড় সাজান দোকান॥
রেলের সাহায্যে আসি যত মাড়োয়ারী।
বঙ্গবক্ষে বিরাজিছে সাজি কারবারী॥
ব্যবসায়ি আদ্যশ্রাদ্ধ করে এরা বঙ্গে।
বণিকের সহযোগী, ফেরে নিত্য সঙ্গে॥
খেয়ে ছাতু, চাল চেনা, সাধে নিজ ইষ্ট।
হোক না পরের ক্ষতি, যতই অনিষ্ট॥
ব্যবসায় ধর্ম্মাধর্ম্ম না বুঝে ব্যাপারি।
ভেজালে ভরিল খাদ্য স্বাস্থ্য মাটি করি॥
খাদ্য বিনে মরে বঙ্গ, রঙ্গ দেখে ভেড়ো।
স্বাস্থ্য দফা, হচ্ছে রফা, স্বত্ব খাচ্ছে মেড়ো।
অপদার্থ দেশবাসি কেঁদে হয় সারা।
পৃথিবীর এই পাপে কাঁপে বসুন্ধরা॥
ভজনে দেবতা ইষ্ট বীর হনুমান।
দেখে শুনে সরস্বতী চম্পট প্রদান॥
অন্তরে বাহিরে ভেদ ব্যবসার বলে।
অর্থ বিনা অন্য চিন্তা নাহি কোনকালে॥

ভোজনে শয়নে ধ্যানে চিন্তে রূপচাঁদ।
মুখে বলে "রাম রাম" বাক্যে নানা ছাঁদ॥
দান ধর্ম্মে যজ্ঞ কর্ম্মে সদা আগুয়ান।
পুণ্য তীর্থে ধর্ম্মশালা পাপের স্খলন॥
দুইপার্শ্বে ফুটপাথ সদাই জনতা।
বিদেশী দোকানি যত কর্চ্ছে কেনা বেচা॥
নিত্য হেথা কত ক্রেতা আসে পাইকারী।
দিয়া চাঁদি কেনে বস্ত্র মস্ত টিকিধারী॥
গলে ঝোলে কুঁড়োজালী তিলকের ঘটা।
কেহ বা সরল মনা কেহ দুষ্ট ঢেটা॥
যেথায় লেগেছে ধূম ক্রেতার জনতা।
সন্ধান খুঁজিছে তথা, যত গাঁটকাটা॥
ব্যস্ত ক্রেতা, গস্ততরে, মস্ত কারবারী।
তার পেছু ঘুরে চোর ভদ্রবেশধারী॥
পুলিশ পাহারা মাঝে হচ্ছে নিত্য চুরি।
নানা ছলে দলে দলে ঘুরিছে শিকারি॥
অতি ষণ্ডা যত গুণ্ডা ভণ্ডামীতে রত।
নীরিহ ব্যাপারীগণে ভোগা দিচ্ছে কত॥
সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয় কাঁদে যাত্রীদল।
কান্না দেখে গুণ্ডাগণে হাসে খল খল॥

নানা বেশ ধ'রে এরা করে চুরিপথে।
পুলিশে বাগাতে নারে ঘুরে সাথে সাথে॥
ঘুসেতে চলেছে দেশ, ভেজ্জালের মত।
এই দুই মস্ত দোষে দশেতে বিব্রত॥
সহরে সর্ব্বত্র স্থান ঘুসে দেখি বাঁধা।
দুষ্টের পালায় পড়ে ভদ্রজনে গাধা॥
কেবা চোর কেবা সাধু বুঝেউঠা দায়।
পড়েছে সহরে ধরা মাত্র "মিত্র জয়"॥
"জাতীয় ভাণ্ডার" অর্থ ব্যর্থ কেন আজ।
খাটে না দেশের কাজে দশে দেয় লাজ॥

সরকারি অফিস।

লালদিঘা পাড়ে শোভে বড় ডাকঘর।
"কারেন্সী" "টেলিগ্রাফ" "কালেক্টরী" আর
দীঘির উত্তরে শোভে "বেঙ্গল কাছারী"।
"সিষ্টমে কাষ্টম" চলে শুল্ক লয় ধরি॥
বিদেশী পণ্যেতে কর স্থাপন করিয়া।
আইনের বলে হেথা নিতেছে ধরিয়া॥

তার পার্শ্বে "ইমকম" আর "আবগারী"।
"ষ্ট্যাম্প" সহ "রেভিনিউ", নথি "রেজেষ্টারী"
কয়লা ঘাটের রাস্তা ডাকঘর ছাড়ি।
তথায় পুরাণ আড্ডা বঙ্গে "মিলিটারি" ॥
ইহার দক্ষিণে শোভে ছোট আদালত।
বিচারে নিযুক্ত "জজে" মিলাইয়া খৎ ॥
প্রমাণ সাক্ষীর বলে চলে আদালত।
আইন বিচারে দেয় "জজে" মতামত ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কত করি প্রবঞ্চনা।
কলির মাহাত্ম্যে জিতে, হাঁসে দুষ্টজনা ॥
তথাপি জজেতে দেয় রায় প্রমাণেতে।
হাঁসে দুষ্ট, কাঁদে ধর্ম্ম, দশের সাক্ষাতে ॥
পুরাকালে নিতকর্জ্জ জানিত না পরে।
মানের লাঘব ভয়ে কথা হ'ত ঘরে ॥
ছিলনাকো দস্তখত সাক্ষীর ঈসাদী।
উর্দ্ধে ধর্ম্ম, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী নিত বাদী ॥
তুলসীমঞ্চেতে গিয়া নিত গুণে টাকা।
সেইভাবে দিত শোধ সহ কৃতজ্ঞতা ॥
কৃতজ্ঞতা দূরে থাক বিনা গণ্ডগোলে।
আসে না গাঁটের কড়ি উকিলে না খেলে ॥

ছিল পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ আইনে কি ফল।
বিশ্বাসে চলিত ধরা জানিত না ছল॥
পাশ্চাত্যের পদার্পণে আইন রচিল।
সরল বিশ্বাস সব পঞ্চত্ব পাইল॥
চলে গেলে রাজধানী দিল্লীর সহরে।
লাটের আবাসে বাস করে "গভর্ণরে"॥
দক্ষিণে উম্মুক্ত মাঠ বিস্তৃত সুন্দর।
বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস লন "গর্ভণর"॥
সাহেব কেতার বাড়ী ঘেরা লৌহ বেড়া।
নানা বৃক্ষ সুশোভিত সতত পাহারা॥
চারিটি প্রবেশ দ্বার সদা খাড়া দ্বারী।
সঙ্গিন করিয়া ঘাড়ে করে পাইচারী॥
শোভিছে চারিটি দ্বারে বৃহৎ কামান।
অক্ষুণ্ণ প্রতাপি রাজা দিতেছে প্রমাণ॥
সরকারি ছাপাখানা পশ্চিমে ইহার।
"মুন্সিপাল ম্যাজিষ্টার" দিতেছে বাহার॥
সহর "টাউন হলে" এর লীলাভূমি।
কথা কাজে জরিমানা আইনে প্রণমি॥
যার গায়ে আছে রক্ত সেও হয় মড়া।
এর বিচার মাত্র মনকে চোখ ঠেরা॥

আইন মাহাত্ম্য বলে প্রতাপ অক্ষুন্ন।
দেখে শুনে পল্লীবাসী আছে প্রাণে ক্ষুন্ন॥
একাধারে শিবশক্তি পুরুষ প্রকৃতি।
তুষ্ট করে মুন্সিপালে বাড়াতে সুকৃতি॥
আলিপুরে জেলখানা, থানা সর্ব্ব ঠাঁই।
পুলিস প্রতাপে চলে সহরে সদাই॥
নানারূপ মরা জন্তু "সুসাইট্" ঘরে।
"জুয়েতে" জীবন্ত পশু পোষে আলিপুরে॥

নেশাখোরের আক্ষেপ।

নেশার উপরে ট্যাক্স একি চমৎকার।
মৌতাতিজনের প্রাণে বিষম ধিক্কার॥
এই কি রে রাজধর্ম্ম, গাঁজা গুলিখোরে।
না দিয়া মৌতাত দ্রব্য মারিবে "বেঘোরে"॥
নিয়ত উঠিছে হাই, মাটি মাটি গাত্র।
আফিনের চড়া দরে খালি যে গো পাত্র॥
আফিন চড়ালে রাজা সিন্নী মানি পীরে।
মুখ তুলে চাও প্রভু, মের না আখেরে॥

পৈত্রিক সম্পত্তি তুল্য নেশাটি আমীরি।
বহুকাল ধরে এই প্রেমের ভিখারী ॥
এ প্রেমে বঞ্চিত হলে জীবনে কি ফল।
প্রাণ সখি কালাচাঁদ জীবন সম্বল ॥
খেলে সিদ্ধি, কার্য্য সিদ্ধি, বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।
ত্রিলোক বিজয়ী সিদ্ধি হিন্দুশাস্ত্রে কয় ॥
কৈলাসেতে একচেটে পসার যাহার।
সিদ্ধি ঘুটে নন্দী বেটা কালি হলো হাড় ॥
নেশা করে মহাযোগী মাতালে কৈলাস।
দীনভক্ত অনুরক্ত তাই করে আশ ॥
কৈলাসে নেশার চাষ নিত্য বারমাস।
বিনা করে, চাষ করে, নাহি করে পাশ ॥
সিদ্ধির সাগরে মুগ্ধ নিয়ত ঠাকুর।
কি কহিব গুণ গাঁথা পিনাকী প্রভুর ॥
উদার প্রকৃতি শিব প্রজা খায় লুটি।
ভরি দরে নাহি বেচে, খায় ঘটি ঘটি ॥
নন্দী ভায়া সদা বন্দি সিদ্ধির তোয়াজে।
গাঁজায় দিতেছে দম স্বাধীন মেজাজে ॥
ভক্ত এঁড়ে সিং নেড়ে নেশায় বিভোর।
করিছে গাঁজার চাষ খাটায়ে গতর ॥

না পারি সহিতে আর নেশার দুর্গতি।
ইচ্ছা হয় কৈলাসেতে করিগে বসতি ॥
নন্দীরে দানিয়া ঘুস যাইয়া কৈলাসে।
প্রাণ পুরে নেশা করে থাকিব উল্লাসে ॥
রুদ্ধ দ্বার, মুক্ত ক'রে দিলে শিবদ্বারী।
ব্যবসা চালায়ে দিব বঙ্গে আবগারী ॥
তাহে যদি হন রুষ্ট দেশের রাজন।
নেশাখোর জুটে সবে করব "এজিটেশন্" ॥
বেছে বেছে গুলিখোরে বসাব "চেয়ারে"।
মাতালে বক্তৃতা দিবে ফাটাবে আসরে ॥
আবগারী কর্ম্মচারি যত অত্যাচার।
বিধিমতে চণ্ডুপায়ি করিবে প্রচার ॥
সাহায্য করিবে মামা, মাতালের হ'য়ে।
আছে সারা চিনেপাড়া চাঁদ দিবে শুয়ে ॥
কেন হে বিরসমনা চরসের দাস।
আসরে নামিয়া জেদ করহ প্রকাশ ॥
পাহারোলা হস্ত হতে পেতে পরিত্রাণ।
মাতালে করহ চেষ্টা ছাড়ি "ব্রাণ্ডি" পান ॥
প্রতিকারে কর চেষ্টা সিদ্ধ হবে কাম।
ঘরে ঘরে আবগারী খুলিবে দোকান ॥

নেশাখোর মনকষ্ট ঘুচাবে শ্রীহরি।
"বয়কট" কর যদি বঙ্গে আবগারী ॥

নেশার প্রসিদ্ধ স্থান।

নেশার প্রসিদ্ধ স্থান সহর উত্তর।
এ স্থান গুণপনা কি কহিব আর ॥
যথায় বিপণি খুলি ময়রা নবীন।
আবিস্কারে রসগোল্লা হলো ভক্তাধীন ॥
যথা বেছে আড্ডা নিল কাশীমিত্র ঘাটে
শ্মশান ঈশ্বর শিব ভূতপ্রেত সাথে ॥
নেশার অক্ষুণ্ণ তীর্থ দ্বিতীয় কৈলাস।
বাগবাজার নামে সে সহরে প্রকাশ ॥
গিরীশের লীলাভূমি রামকৃষ্ণ ভক্ত।
বঙ্গের অমর কবি কি কব মাহাত্ম্য ॥
বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ এরা প্রতিষ্ঠাতা।
"অর্দ্ধেন্দু" "অমৃত বসু", "ধর্ম্মদাস" সখা ॥
বিষ্ণুপুর আদি দেব "মদন মোহন"।
বেছে স্থান নে'ছে হেথা নেশার কারণ ॥

সহরের প্রলোভনে ভুলি ব্রজসখা।
বিষ্ণুপুর ত্যাগ করি বাস করে হেথা॥
কলিকাতা প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে জগন্নাথ।
"গোকুল মিত্রের" বাটী ঢুকেছে নির্ঘাৎ॥
নব্য যুগে সভ্যকৃষ্ণ শ্রীমতীর সনে।
বাস করে "চিৎপুরে" হের ভক্তগণে॥
দধি, ননী, ক্ষীর, ছানা ছেড়ে প্রেমময়।
নেশাখোর পীঠস্থানে হাবুডুবু খায়॥
মহাচেতা নিবেদিতা জ্ঞান শিক্ষা দিতে।
বালিকার বিদ্যালয় খুলে হিন্দু মতে॥
অন্নপূর্ণা সমদেবী পাশ্চাত্যের নারী।
হিন্দুর আচারে কাল কাটায়েছে মরি॥
"রাজানন্দী" খুলি হেথা শিল্প-বিদ্যালয়।
বঙ্গসুতে বিধিমতে শিল্প শিক্ষা দেয়॥
"শিবকৃষ্ণ" অন্ন দেছে, যত নেশাখোরে।
বসায়ে পক্ষীর দল হাপ আকড়ায়ে॥
ছিলনাক কৃপণতা নেশা দিতে পরে।
আদরে পুষিয়া গেছে রাখি নিজ ঘরে॥
মৌতাতের জন্মভূমি এই পুণ্য স্থান।
অদ্ভুত নেশাতে খ্যাতি চিরকেলে নাম॥

আর নাম কিনিয়াছে শুনি আহিরিটোলা।
সদা ধায় জলপথে হেরি নেবুতলা॥
এই নেশা সহযাত্রী আর শুঁড়িপাঁড়া।
গুণ্ডামীতে সিদ্ধহস্ত উপরন্তু এঁরা॥
কব কত, জোড়াসাঁকো আর বেনেটোলা।
দেখ সারা জেলেপাড়া কাঁসারী সিমলা॥
বিদঘুটে নস্য নিতে পরম পণ্ডিত।
সহরে বেড়ায় ঘুরে নামে পুরোহিত॥
গাঁজার দমেতে মুগ্ধ সিদ্ধির তোয়াজি।
গুখাখোর মাড়োয়ারী বড় এরে পূজি॥
বণিকে সুসভ্য হ'লো করে ব্রাণ্ডীপান।
তন্দ্রা ঘোরে দেয় "চিনে" সটকায় টান॥
উড়ের জাতায় নেশা দোক্তার চুরুট।
হুঁকা ধ্যান চিরবঙ্গ সেবিতে তামুক॥
রেসের নেশায় রত মুগ্ধ কলিকাতা।
ভবানীপুরের লোক, খেলোয়াড় পাকা॥
কালীঘাটে মদ্য মাংস মাতৃ নামে ভোর।
ভিক্ষা ছলে দস্যুবৃত্তি মাগীনন্দা চোর॥

———

সখের কাণ্ড।

বিডন সাহেব নামে রাস্তা মনোহর।
এর মাঝে বাঁধা মঞ্চ নাম "থিয়েটার" ॥
"মিনার্ভা", "মনোমোহন", "ন্যাশন্যাল", আর
"লাট কর্ণ" রাস্তা মাঝে শোভা ধরে "ষ্টার"
মেছুয়াবাজারে শোভে "পার্শী থিয়েটার"।
এলফ্রেড" নামেতে মঞ্চ "হ্যারিসনে" আর ॥
খুলিছে সখের মঞ্চ রসাতে নূতন।
চৌরঙ্গীতে পুরামঞ্চ নাম "করিন্থান" ॥
সহরে সখের কাণ্ড শোভে নানারূপে।
অপরূপ নানাছবি দেখ "বায়স্কোপে" ॥
মরুমাঝে পান্থতরু, সিন্ধুগর্ভে মীন।
রাজহর্ম্ম্য পুরা কীর্ত্তি সাম্রাজ্য প্রাচীন ॥
জলস্থল নদনদী সাগর প্রান্তর।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা প্রাসাদ সুন্দর ॥
মর্ত্ত্যের যতেক পশু ব্যাঘ্র মত্ত করী।
ছবিতে দেখিতে পাবে মন প্রাণ ভরি ॥
নানা জাতি পশু পক্ষী তায় বিচরণ।
চলা বসা হাবভাব দেখাবে কেমন ॥

জগতের যত জাতি তায় ভাবভঙ্গি।
আচার ব্যাভার আদি ভাই বন্ধু সঙ্গি॥
প্রাচীন যুদ্ধের রীতি প্রবুদ্ধ ভারতে।
ন্যায় ধর্ম্ম বীরপনা দেখায় ছবিতে॥
পাশ্চাত্যের রণকাণ্ড বিজ্ঞান কৌশলে।
নরহত্যা রক্তকাণ্ড যুদ্ধ ছলে বলে॥
ব'লব্র বিক্রম বল বুঝে উঠা দায়।
বিজ্ঞানে চলেছে রণ শত্রুলোক ক্ষয়॥
"সায়েন্স" উন্নতি সনে "জে, এফ, ম্যাডান"
বহু অর্থ ব্যয়ে ছবি তুলিছে কেমন॥
এ ত' গেল ছবি দেখা, হের যদি জন্তু।
তাও পাবে সার্কাসেতে দেখাবে জীবন্ত॥
নর-রক্ত লোভী পশু তার সনে খেলা।
দেখিবে প্রত্যক্ষ হেথা ভয়েতে বিহ্বলা॥
এ ত' গেল পেশাদার এমেচার যত।
সখে শিখি' কলা বিদ্যা নাচে গায় কত॥
সহরে যাত্রা কবি অতীব মধুর।
রঙ্গ রসে অভিনয় দেখিবে প্রচুর॥
প্রাচীন যাত্রার দল উড়িয়া গোপালে।
বৃন্দাবনি হাবভাবে কৃষ্ণযাত্রা চলে॥

খ্যাতনামা মতিরায় পান পীতাম্বর।
ভূষনের মাতৃপূজা অতি চমৎকার॥
ভয়, ভিতি, ব্যঙ্গ, হাস্য ক্রোধের মূরতি।
হর্ষ, দুঃখ, দ্বেষ, রাগ মুখের আকৃতি॥
উঠে ফুটে স্থলে স্থলে ভক্তি অনুরাগ।
শোক, তাপ, ক্ষোভ, ভঙ্গি বিষম বিরাগ॥
মুখভাবে, মনোভাব, স্পষ্ট ফুটে যদি।
তবেই কলার বিদ্যা এঁকে সুখি কবি॥
পূর্ব্বে ছিল তরজা কবি সখি সম্বাদ।
তার স্থলে নানা ছলে সখের আস্বাদ॥
কৈ সে "ময়রা ভোলা", "ভোগীকবিওয়ালী"
"সাহেব এণ্টনি" আর পুরাকালে বুলি॥
আর কি আসিবে ফিরে পুরাতন কবি।
দীনবঙ্গে নানা রঙ্গে কে দেখাবে ছবি॥
কোথায় "ভারতচন্দ্র" আর "ভবভূতি"।
মহাকবি "কালিদাস" জগতের জ্যোতিঃ॥
কোথা হে "প্রসাদরাম" কালীভক্ত ছেলে।
কি সুর দানিয়া গেছ বঙ্গে অবহেলে॥
যে সুরে বেঁধেছ তুমি ভক্তি হৃদি যন্ত্র।
সে সুর নিকটে তুচ্ছ জপ যোগ মন্ত্র॥

তব সুরে দেবাসুরে থেমে যায় দ্বন্দ্ব।
কি গান বেঁধেছ বীর ভক্তিমাখা ছন্দ॥
তব গানে মুগ্ধা মাতা জগৎ ঈশ্বরী।
ভক্তিবলে বেড়া বেঁধে গেল মহেশ্বরী॥
কোন দেশে হেন কবি আঁকে ছবি মরি।
গান গেয়ে বেঁধে রাখে জগৎঈশ্বরী॥
প্রসাদ, প্রসাদ লাভ কার ভাগ্যে ঘটে।
চিন্ময়ী মুরতি মরি কবি হৃদে ফুটে॥

থিয়েটার।

বিলাতী ছাঁচেতে ঢালা নামে "থিয়েটার"।
আছে এক মহাকাণ্ড সখের ব্যাপার॥
আদ্যপান্ত তার কথা কি বর্ণিব আমি।
যে রসেতে সদা পূর্ণ পুরা রাজধানী॥
বাঙ্গালীর রঙ্গমঞ্চ অষ্ট রসে ভরা।
নবরঙ্গে নাট্যরথী নিত্য মাতোয়ারা॥
নাট্যরথী মতিগতি "মতিবিবি" পায়।
খাঁচা প্রেম লভিবারে চাঁদি ঢালে পায়॥

যেথাকার কড়ি হায়, ঢালে সেই পথে।
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ বেশ্যা প্রসাদেতে ॥
রূপের কিন্নরী তারা গানে হীরাবাঈ।
বচনে সবাই সিদ্ধ ব্রজের বড়াই ॥
বিদ্যায় সবাই "বিদ্যা" গুণেতে "সুন্দর"।
নট প্রাণে কাটে নটী সিঁধ নিরন্তর ॥
এক বিদ্যা নানাভাবে ঘুরে নানা হাতে।
করি ছল শিশুপাল বৃদ্ধ মুণ্ডপাতে ॥
বুড়ো রোষে ছুঁড়ি হাসে ছোঁড়া করে ব্যঙ্গ।
শক্র থাকে "বিদ্যা" আশে ভৃত্য দেখে রঙ্গ ॥
রুক্মিণীর মন প্রাণ হরে অন্য চোরে।
শিশুপাল হতভম্বা মুখে ঝাল ঝাড়ে ॥
রঙ্গমঞ্চে নিত্যলীলা পূর্ণ এই রসে।
কার সুখ, কার দুঃখ, কেহ কাঁদে বসে ॥
বামাকণ্ঠে উচ্চ তান ভক্তপ্রাণ হরে।
বাজক বাজায় বাদ্য বিবিধ প্রকারে ॥
আদরে আচার্য্য তারে ধরে নিজ ক্রোড়ে।
প্রশংসায় গদগদ রঙ্গিনী ফুকারে ॥
এক তানে শত বাণ লক্ষ প্রাণে বিঁধে।
অধিকারী গৃহ ছাড়ি পড়ে তার ফাঁদে ॥

হয়ে মত্ত দিতে সত্ব বেশ্যাপদ তলে।
"ম্যানেজার" আদি করি পড়েন ভূতলে॥
রঙ্গমঞ্চ চূড়া খসে রঙ্গিনীর দায়ে।
ঘরোয়া বিবাদ বসে পাওনাদার ভয়ে॥
ঋণ করি দিন দিন চলে "থিয়েটার"।
শেষে হালে জল মেলা হয়ে উঠে ভার॥
মহাজনে ঠেকায় কল', "হস্থ" করি "পাশ"।
তারপর সর্ব্বস্বান্ত কাগজে প্রকাশ॥
আর এক দেখি মজা থিয়েটার মাঝে।
অকর্ম্মণ্য যত বকা ফিরে নিত্য সাঁজে॥
ভূমিশূন্য রাজপুত্র যার নাম "ফোতো"।
ভিটে বেচে সেই জীব ঘুরে হেথা কত॥
দিনেতে ভেরণ্ডা ভাজে, কেটে মস্ত টেরি।
কে বলিবে ভিখেটোনা চালচোল হেরি॥
গল্পবাজ গঙ্গারাম জুটে নিত্য সাঁজে।
মুখে করে রাজ্যজয় ব্যস্ত নানা কাজে॥
আদরে তাদের কেহ দেয় নাহি "পোস্ট"।
বসে "বক্সে" বোকারাম, "ওয়াইজ মোষ্ট"॥
সদা ব্যস্ত সদানন্দ খেয়ে নিত্য গাল।
তবু তারা কার্য্যে রত সকাল বিকাল॥

গাঁয়েতে মানে না কেহ আপনি মোড়ল।
নিজ মনে নিজ বড়, বচন সম্বল॥
নিত্য দেখি সদা ব্যস্ত নিজে কার্য্যে রত।
কার্য্যেতে ফোঁপলদারী ঘুরে অবিরত॥
পরিবারে ভিক্ষা মাগে চিরদৈন্য ঘরে।
অধর্ম্মেতে সদা মতি লক্ষ্যহীন নরে॥
পর দ্বারে পড়ে পতি, সতী কাঁদে ঘরে।
সঙ্গদোষে দুষ্টবুদ্ধি নিত্য সঙ্গে ফিরে॥
অভিনেতা অন্ত শ্রাদ্ধ সারারাত্রি ধরি।
স্বাস্থ্য দফা করে রফা নিত্য অধিকারী॥
কলাবিদ্যা দেখাইতে মাখি চালকলা।
সারারাত্র দেছে পিণ্ড অধিকারীগুলা॥
নিদ্রাদেবী চক্ষু ছাড়ি দেশে মারে পাড়ি।
কাঁচা ঘুটী যায় পেকে ছুঁড়ি হয় বুড়ি॥
ভাঙ্গা কণ্ঠে উচ্চ তান কলা পড়ে ঝরি।
বাহবারে রঙ্গমঞ্চ ভোরে বলিহারি॥
কালচক্রে বিচক্ষণ বৃদ্ধ নাট্যাকার।
ভূমিকোঁড় দলে পড়ে করে হাহাকার॥
আচার্যের মহাপদ যায় গড়াগড়ি।
কালস্রোতে ভট্টাচার্য্য নাম যথা "মড়ি"॥

যেই আসে রঙ্গপুরে সেই বিভিষণ।
লঙ্কা পোড়া দলে হয় যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
যে যার মনে বড়, মানে না অপরে।
মনগড়া পদ লয়ে ঘুরে "থিয়েটারে॥
এরা সবে কেষ্ট বিষ্টু নহে বড় ছোট।
কলাবিদ্যা দেখাবার একচেটে পোটো॥
নব্য করে ধরি তুলি আঁকেন যে ঠাঁই।
কোন কবি সেই ছবি, আঁকিবেরে ভাই॥
পদের মাধুর্য্য এরা করে নিত্য খর্ব্ব।
দিকপাল নাম লয়ে করে দেশে গর্ব্ব॥
উর্ব্বরা এ বঙ্গভূমি যা করিবে চাষ।
পাবে ফল রাশি রাশি নিত্য বারমাস॥
বুনো ওল গোঁড়ালেবু সুমধুর ফল।
রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ যতেক জঞ্জাল॥
কলাবিদ্যা দেখাবার যোগ্যপাত্র এরা।
ছোঁড়া ভিন্ন কলাবিদ্যা দেখাবে কি বুড়া?
গড়িতে বসিয়া শিব, আঁকিয়া বাঁদর।
রঙ্গমঞ্চে পায় কত বিশেষ আদর॥
যেমন হয়েছে শ্রোতা তেমন লেখক।
এ নিধি দেয় পরিচয় "গিরিশ" সেবক॥

আসলেতে সত্য বটে, ঠকে নিত্য যায়।
নকলেতে সিদ্ধ হস্ত, নদের গোঁসাই॥
এরা যবে নষ্ট হবে, কেষ্ট পাবে কলা।
রঙ্গমঞ্চ শান্তি পাবে ঘুচে যাবে জ্বালা॥

বাজার।

সহরে যতেক বাজার অতীব সুন্দর।
সুচতুর যত হেটো রূপের কিন্নর॥
মেছুনী মধুর বাক্যে নিত্য ঝরে ক্ষীর।
দেখে শুনে ক্রেতাগণ কাঁপিয়া অস্থির॥
কিবা ঘটা উল্কী ফোঁটা বিধুমুখে মিশি।
কটিদেশে চন্দ্রহার তায় চাবি রাশি॥
গরবে না পড়ে পদ, ধরা দেখে সরা।
সস্তা যদি চায় ক্রেতা করে মসকরা॥
করে নিত্য অভিষেক, আঁসজল দানি।
সভয়ে ক্রেতার পাল, কড়ি দেয় গুণি॥
অপমান ভয়ে ক্রেতা চড়া দরে লয়।
ইতর মাথায় চড়ে পাইয়া প্রশ্রয়॥

চাষার আষাঢ়ে দরে পিত্তি যায় চটে।
একদরে বেচা কেনা দেখি নিত্য হাটে॥
কলা, মূলো, থোড় মোচা চতুর্গুণ দর।
দর শুনে রাগে অঙ্গ কাঁপে থরথর॥
সত্যযুগে জন্ম যেন একদর বলি।
নীরবে বসিয়া থাকে, দিতে ক্রেতা বলি॥
হাট যেন বধ্যভূমি, ক্রেতা বোকা ভেড়া।
ফোড়ের খপ্পরে পড়ে ভদ্রজনা মেড়া॥
গ্রীষ্মে বলে বর্ষা বিনে, গেল সব জ্বলে।
হেজে যায় তরকারি পুনঃ বর্ষা এলে॥
শীতে বলে কপি মধ্যে লেগে গেছে পোকা।
শুনি কথা চেয়ে থাকে যত ক্রেতা বোকা॥
হাসি ফড়ে ভাবে মনে বাবুদের হাঁড়ি।
উঠাব শিকায় আজ যদি না পাই কড়ি॥
ফোড়ের খপ্পরে পড়ে আল্লা নাম স্মরি।
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে বাজারেতে মরি॥
দয়াময়ি ভবরাণী কলির বিক্রমে।
প্রকাশে জগন্মাতা "কষাই কালী" নামে॥
কলির "কষাই কালী" শোভে-হাটপথে।
তৃপ্ত হেতু রসনার ভক্তবৃন্দ সাথে॥

ভক্তের পাল্লায় পড়ে হাড় হলো কালী।
ভক্ত তৃপ্ত হেতু দেবী খান ছাগ বলি॥
"রাজেন্দ্র মল্লিক" কীর্ত্তি "নূতন বাজার"।
খুলেছে অতিথিশালা সহর ভিতর॥
দিতেছে ক্ষুধার অন্ন ধন্য পুণ্যবান।
এর আয়ে অকাতরে করে অন্ন দান॥
সহরে বাজার শ্রেষ্ঠ এই পুণ্যফলে।
ধর্ম্মের বাঁধনে চলে, পুরাকেলে চালে॥

মিউনিসিপ্যাল বাজার।

সাহেবি ধরণে হাট বসায়েছে "হগ"।
ইহার উত্তরে শোভে "চাঁদনীর চক"॥
হগের অক্ষয়কীর্ত্তি সৌখিন বাজার।
সাহেবি কেতার হাট সহর মাঝার॥
সারি সারি মনোহারী বিবিধ খেলনা।
অপরূপ বাঁধা মঞ্চ কি দিব তুলনা॥
স্তরে স্তরে শোভে তায় কত মনোহারী।
তাহাতে বিজলী আলো ছড়ায় মধুরী॥

স্বর্গের সুষমা ফুটে থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সাজাবার কেতা দেখে প্রাণ বিমোহন॥
কোথা বা পূর্ণিমা চন্দ্র, শুভ্র মেঘে ঢাকা।
অপরূপ জ্বলে আলো, ঘুরে তায় পাখা॥
বসন, ভূষণ, আসন, আছে মনোমত।
যাহা চাবে তাহা পাবে নিত্য শত শত॥
সারি সারি তরকারী ফল মনোহর।
অসময়, রসময় ফল স্তরে স্তর॥
ভরা শীতে পাকা আম, জাম, জামরুল।
গ্রীষ্মে পাবে কপি মূলো, গাজরাদি কুল॥
কাবুলী মেওয়া ফল ডালিম বেদানা।
দেখে চক্ষে পাবে সুখ, না খেয়ে দুদানা॥
মাছ মাংস ভিন্ন স্থানে আঁস নিরামিস্।
ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চ সব ফল কিসমিস্॥
তরকারী, আবগারী, ফুলের বাজার।
মাখন, বিস্কুট, কফি, আলুর পাঁপর॥
দিলে অর্থ, ব্যাঘ্রচক্ষু মিলিবে হেথায়।
নভেল নাটক যত পাইবে সস্তায়॥

স্বাধীনা রমণী।

বঙ্গের স্বাধীনা বালা স্বামী সোহাগিনী।
তারাই হেথার ক্রেতা, অদ্ভুত রমণী॥
ভদ্রকুলে জন্মি সবে না মানে আচার।
ফটকে আটক রাখে হেন সাধ্য কার॥
পাশ্চাত্য আলোকে মুগ্ধ স্বভাব স্বাধীনা!
ব্রাহ্ম চালে সদা চলে পতিপরায়ণা॥
খেটে খুটে আনে পতি মাগী লয় কাড়ি।
কড়ায় গণ্ডায় সব হিসাবের কড়ি॥
ফ্যাল ফ্যাল চায় মিন্সে পত্নী মুখপানে।
বচনে বানায়ে ভেঁড়া কড়ি লয় গুণে॥
মাথা হেঁট ক'রে পতি নীরব ভাষায়।
পত্নীর প্রতাপে প'ড়ে কথা নাহি কয়॥
সখের পুতুল মাত্র গৃহকর্ম্মে দড়।
দোক্তা খেয়ে অম্ল রোগে দেহ জর জর॥
ভারত বিদূষী নারী কি দিব তুলনা।
একচেটে পতিভক্তি না বুঝে ছলনা॥
মুখেতে পাণ্ডিত্য ছাড়ে পড়ে "টেক্ষ্টবুক'
"বেথুন কলেজে" পড়ি বিদ্যা অপরূপ॥

বিছার গৌরবে মরি ভাবে বিনোদিনী।
ভারত উদ্ধার হেতু অবতীর্ণা আমি॥
আচার নিয়ম সব দিয়া গদাধরে।
ইষ্টমন্ত্র সম ভজে নিত্য অনাচারে॥
না মানে ভাশুর গুরু হিন্দুর দেবতা।
শিখেছে পেটের পূজা, কাঁটা আর চামচা॥
হিন্দুত্ব দিতেছে লোপ প্রসবি সন্তান।
অনাচারি পুত্র হয় শিক্ষার কারণ॥
কিম্ভূত রূপে পুত্র জন্মি হিন্দুস্থানে।
না বুঝে হিন্দুত্ব কিবা আপন জীবনে॥
মাতার দোষেতে পুত্র হিন্দুর আচার!
শিখে না জীবনে কভু সত্য ব্যবহার॥

প্রাচ্য সুখ।

উঠে গেছে ছড়া ঝাঁট্ সন্ধ্যা কি সকাল।
বার ব্রত উপবাস সেঁজুতি গোকাল॥
গোবরেতে স্বাস্থ্যশুচি ছিল বঙ্গ জুড়ে।
তার স্থলে "ফিনাইল" ধর্ম্ম রক্ষা করে॥

অশুচি হইত শুচি স্পর্শনে গোময় ।
একাধারে ধর্ম্ম স্বাস্থ্য ছিল দেশময় ॥
জ্বলিত এড়ির আলো পড়িত বালক ।
না নিত চশমা কভু বৃদ্ধ কি যুবক ॥
এবে বিনা কেরাসিনে পাঠ্য হচ্ছে ভার ।
শিশু চক্ষে লাগে ধাঁধা কহিব কি আর ॥
গোলা ভরা ছিল ধান, পুকুরেতে মাছ ।
বাগানে আনাজ ফলে, দাসত্ব কি কাজ ?
গোয়ালেতে দুগ্ধবতী বাঁধা নিত্য গাই ।
দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ননী অভাব ত নাই ॥
ফুলের বাগানে পূর্ণ ছিল স্বাস্থ্যভরা ।
ম্যালেরিয়া হত নাশ গোবরের ছড়া ॥
লক্ষীরূপা মাতা ভগ্নী ক'রে গৃহকর্ম্ম ।
সাঁজ সকালে ছড়া ঝাঁট গৃহস্থ ধর্ম্ম ॥
ঘরে ঘরে বিষ্ণুশিলা ইষ্ট আরাধনা ।
বারব্রত ছিল কত দেবতা অর্চ্চনা ॥
স্বাস্থ্য ছিল দেহে ভরা ব্যস্ত সারাদিন ।
অসুখ হলেও কভু খেত না "কুইনিন ॥"
গোলঞ্চ বাকস মুথা শেফালীর পাতা ।
আদা মধু অনুপানে পোড় দিয়ে হাতা ॥

নাড়ী ধরে বৈদ্যবুড়ো পিত্ত, বায়ু, কফ।
অবহেলে দিত বলে রোগের প্রকোপ ॥
পুরাচাল ছেড়ে বঙ্গ করে হাহাকার।
বাড়িছে দৈন্যের জ্বালা নিতুই সবার ॥
ঘুচাও পল্লীর দৈন্য পুরাচাল ধরে।
বাজাও মঙ্গল শঙ্খ ফিরে আসি ঘরে ॥
দেশের সে বায়ু নাই জলে গেছে স্বাস্থ্য।
অন্নাভাবে দীন বঙ্গ সদা ব্যতিব্যস্ত ॥
খালি পেটে বাবু আনা দর্জ্জির সাহায্যে।
বুঝে চলো চালিয়াত আপনার কার্য্যে ॥
দেশেতে যে কষ্টে দশে যাপিছে জীবন।
বুঝে শুনে দেখা চাল, চেলে বাবুজন ॥
'ইউরোপ' মহাযুদ্ধ অবসান কালে।
খরশান অসি ধরি দেখ মহাকালে ॥
পঁচিশ ছাব্বিশ সালে মহার্ঘ দারুণ।
সর্ব্বদ্রব্য সহ ধান্যে লেগেছে আগুন ॥
এ কালে কি চাল মূর্খ দেখাস্ অপরে।
বাঁচন হয়েছে দায় মরণ শিয়রে ॥
যায় বুঝি কলি যুগে বাঙ্গালী গৌরব।
নামে মাত্র হিন্দু জাতি কোথা সে সৌরভ ॥

অন্তঃসার শূন্য হয়ে সঙ্কীর্ণতা মাঝে।
বাস করে বঙ্গপুতি মরি তায় লাজে॥
ঘর নাই, ভিটে নাই, নাই অন্ন গৃহে।
কেবল দেখায় মান করিতে গো বিয়ে॥

কন্যাদান ও বরপণ।

বাঙ্গালীর কন্যাদান সমাজের মাঝে।
অপূর্ব্ব কষাইখানা জগতে বিরাজে॥
বরের বাজারে অগ্নি জ্বলিল সহরে।
সে আগুনে পুড়ে বঙ্গ হাহাকার করে॥
লাজ মান থাক দূরে নাহি ধর্ম্ম ভয়।
সমাজ স্বজাতি ধ্বংস হলে কিবা হয়॥
পাশ করা ছেলে মোর দেখহ বেয়াই।
বরের পণের কড়ি বিধি মতে চাই॥
কন্যার বিবাহ দিতে বেচারা কেরাণী।
গোপনে বন্ধক দিয়া, নিজ ভিটাখানি॥
সৎপাত্রে করে দান পুড়ি মনাগুনে।
বরকর্ত্তা চুক্তিফর্দ্দ মিটায় গোপনে॥

মানে মানে কন্যা পার যদি রাত্রে হয়।
ফাঁকি দিয়ে, দেছে বিয়ে, শেষে "বেন" কয়॥
দান দ্রব্য দেখে মরি রাগে কাঁপে অঙ্গ।
প্রতিবেশীগণে মোরে, করিতেছে ব্যঙ্গ॥
সোণার গোপাল মোর পাশ করে বি, এ।
আনলে কিনা শেষে বৌ, ডোমপেতে ধুয়ে॥
কন্যাকর্ত্তা চক্ষুমাথা খেয়ে মুখপোড়া।
ঠকালে আমায় খুব, "বেই" হতছাড়া॥
সরু সরু তাগা, বালা, ছিছি একি হার।
সস্তায় কিস্তি মেরে কন্যা করলে পার॥
ছি ছি ছি সাত হাজার, মরি যে ঘৃণায়।
নমস্কারী চার কুড়ি, কারে দিব হায়॥
দশের মাঝারে কনে বার করা ভার।
আর না পাঠাব বৌএ দিব পয়জার॥
শুভকার্য্যে অশ্রু মরি ফেলে কন্যাপক্ষ।
একি কলি পরিণয় স্বার্থ মাত্র লক্ষ্য॥
এই কি পুত্রের বিয়ে ভদ্র আচরণ।
এই কি বঙ্গ যুবার উদ্বাহ-বন্ধন॥
এত নহে পরিণয় আনন্দ উৎসব।
কোথায় কল্যাণ হায়, নীরব যে সব॥

কান্দে কন্যা অন্তরেতে বিষণ্ণ বদন।
হর্ষের নাহিক চিহ্ন, বিষাদ জীবন॥
এযে কাল পরিণয় দুঃখের নিদান।
কভু নাহি হয় এতে, দশের কল্যাণ॥
অভাব কারণে বঙ্গ পুড়ে গুমে গুমে।
সেই হেতু জ্বলে বহ্নি এই পুণ্য ভূমে॥
সমাজ কুলীন যত সহরেতে বাস।
এদের কারণে দেশে এই সর্ব্বনাশ॥
পণ প্রথা ছিল দেশে প্রাচীন আচারে।
শাঁখা শাটী পেত কন্যা প্রথা অনুসারে॥
শিরেতে অপূর্ব্ব শোভা সিন্দুর রতন।
পতি আয়ু বৃদ্ধি হেতু পরম ভূষণ॥
স্বামী-দত্ত মহা ভূষা সিন্দুর তিলক।
পরে সতী হাস্যমুখি ছড়াত আলোক॥
হস্তেতে অমূল্য রত্ন শঙ্খ মহাধন।
পিতৃদত্ত মহারত্ন স্বামীর কারণ॥
কামারে গড়িত কড় লৌহ বিনির্ম্মিত।
অল্পায়াসে মহারত্ন অতীব পবিত্র॥
স্বামীর কল্যাণ সূত্রে বাঁধা এই রত্নে।
আর্য্য ঋষি সতী করে দিয়া গেছে যত্নে॥

এর তুল্য কিবা আছে অন্য অলঙ্কার।
স্বর্ণ রৌপ্য আদি করি সংসার ভিতর॥
লৌহ কড় আদি করি শঙ্খরত্ন পরি।
সহাস্যে স্বর্ণ ভূষণ ত্যজে সতী নারী॥
অমূল্য হীরক খণ্ড, তুচ্ছ জ্ঞান করি।
অল্পে তুষ্টা ছিলা তারা পুরা বঙ্গনারী॥
অভাবে স্বভাব সব হইয়াছে নষ্ট।
অল্পেতুষ্টা নহে বলে, পায় এত কষ্ট॥
তাই এবে শিক্ষাপ্রাপ্তা বঙ্গললনার।
অভাব ঘুচেনা মোটে, মানস বিকার॥
পাশ্চাত্য প্রভার কোপে শিক্ষিত কায়স্থ।
এ বিকারে হলো মুগ্ধ চালে ব্যতিব্যস্ত॥
বল্লাল বাঁধিল প্রথা মৌলিক কুলীন।
দীন বঙ্গে বিষ-বৃক্ষ রোপিল প্রবীণ॥
প্রবেশিল অভিমান সমাজ ভিতরে।
মান নিয়ে কাড়াকাড়ি মর্য্যাদা উপরে॥
মানের কান্নায় বঙ্গে মর্য্যাদা স্থাপিল।
ছোট বড় জ্ঞানে দেশ ছারখারে গেল॥
কুলীন মর্য্যাদা হতে এই বরপণ।
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে দশের কারণ॥

নৈকস্য ব্রাহ্মণ ছেলে গণ্ডমূর্খ হলে।
দীন বঙ্গ কন্যা দেছে তারে অবহেলে॥
কানা খোঁড়া কুঁজো গোদা নাহিক বিচার।
কুলীনের গোদে মালা দেছে উপহার॥
এক বরে শত কন্যা দানি বঙ্গবাসী।
কুলীনে বাড়ায়ে গেছে সম পূর্ণ শশী॥
শ্মশানে লইয়া গেছে কুলীনের শব।
তার হস্তে দানি কন্যা দেখায় গৌরব॥
ঘোষ, বসু, মিত্র তিন কুলীন প্রধান।
এদের প্রাধান্য দেশে বাড়িল সমান॥
পাশ্চাত্য আলোক দেশে যখন আসিল।
কুল দর্পে অহঙ্কারী কায়স্থ মজিল॥
সমাজ অগ্রণী রূপে পাশ্চাত্য বন্যায়।
ভুলিল প্রাচীন প্রথা নূতন প্রভায়॥
গুণ ছাড়ি দোষ নিল বিদেশী জাতির।
সুধা ছেড়ে খেলে বিষ যত বঙ্গবীর॥
আলস্যে ঢালিল গাত্র লয়ে মসি পাত্র।
শিখিল গোলামী কর্ম্ম পড়ে "এ, বি" ছত্র॥
নিজ গর্ব্বে অতি উচ্চ ভাবি আপনায়।
বৃদ্ধি পেলে চাল মাত্র বিদেশী প্রভায়॥

পূজা পর্ব্ব বাদ দিয়া কন্যা পরিণয়।
আড়ম্বরে আরম্ভিল সহরেতে হায় ॥
দেখাতে সম্পদ নিজ ধনী পুত্র খুঁজি।
ইচ্ছা মত দেয় পণ, তুচ্ছ জ্ঞানে পুঁজি ॥
বসুপো পেলে অত, মিত্র না পায় কেন।
অভাবে দশের খাঁই বেড়ে গেল হেন ॥
দাও যত, তত চায় মিটে নাক আশা।
বরকর্ত্তা চুক্তি ফর্দ্দ পণের পিপাসা ॥
সোণায় সোহাগা রূপি পাশ করা ছেলে।
দ্বিগুণ পেতেছে পণ বিদ্যার অছিলে ॥
বরকর্ত্তা অবস্থার করিয়া গোপন।
ঠকাইতে, আরম্ভিল পণের কারণ ॥
যতই অভাব দেশে লাগিল বাড়িতে।
ততই পণের অগ্নি জ্বলিল দেশেতে ॥
জাতীয় উন্নতি যদি চাহ এ সহরে।
নিজেকে গড়িয়া তোল প্রাচীন আচারে ॥
বর্ণিত সহর চিত্র দর্পণেতে ফেলে।
দেখ দেখি প্রতিচিত্র মিলে কি না মিলে ॥
সে সহর কলিকাতা অতি চমৎকার।
ভক্তিভারে তার পায় করি নমস্কার ॥

নব্য চালে নব্য বাবু যদি ধর বেশ।
ধন প্রাণে যাবে মারা যাতনা অশেষ॥

নানা কথা।

বামুনের দেখে নিষ্ঠা আচার উদ্ভট।
সাবিত্রী গায়ত্রী দেবী মেরেছে চম্পট॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ মাত্র নাহি গুণপনা।
তিমিরে আচ্ছন্ন এবে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা॥
কিবা শাক্ত বিষ্ণুভক্ত লুপ্ত হচ্ছে কালে।
কলির প্রতাপে ভক্তি, গেল অস্তাচলে॥
সন্ধ্যা জপ রাখি দূরে উঠিয়া প্রত্যূষে।
বাসি মুখে খায় চা বিছানায় ব'সে॥
সভ্য শিষ্য, নব্য গুরু বেছে নিচ্ছে হাটে।
ঘোল খাচ্ছে কুলগুরু আপন শ্রীপাটে॥
ভণ্ডামিতে ষোল আনা শ্রেষ্ঠ উপাসক।
মহাযোগী জলযোগে, খুঁজে "ক্যারি চপ"
চোব্য চোষ্য খেয়ে অন্ন ধন্য ভাবে মনে।
আচার নিয়ম ভ্রষ্ট পেটুক ব্রাহ্মণে॥

শূদ্র-বাটি মাছ, মাংস চলেছে সমাজে।
"কাবাব" "পোলোয়া" চপ্ খায় পংক্তি ভোজে
উচ্ছিষ্ট মানে না কেহ, থাকে এঁটো হাতে।
রুমালে মুচিছে হাত দশের সাক্ষাতে॥
শিক্ষিত কায়স্থ মাঝে এটা প্রচলন।
হয়েছে নিয়ম হালে পংক্তিতে চলন॥
হস্তনাক কোষ্ঠ সাফ বিনা ধূমপানে।
কাঁচা খুলে পাইচালি পরিপাক বিনে॥
আহারে বালাম অন্ন মেখে সাজ দধি।
লঘুপথ্য ভয়ে ভয়ে রোগ ধরে যদি॥
নবীন পুরুষ রত্ন বঙ্গের সন্তান।
নিজ দোষ দেখে কর পাপ প্রক্ষালন॥
জাতীয় ভাবের পুষ্টি প্রাচ্য ভাবে গ'ড়ি।
আনন্দে বাজাও শঙ্খ, নিজ ঘরে ফিরি॥
কলিকাতা সহরের অতীব বিচিত্র।
জগতের যত জাতি সম্মিলন ক্ষেত্র॥
দীনবঙ্গ বক্ষে শোভে যত রাজ্যেশ্বর।
ধনী মানী আদি করি বিদ্যার সাগর॥
জ্ঞানের উজ্জ্বল মণি বণিকের সেরা।
পৃথিবীর প্রিয়পুত্র ধন্য বসুন্ধরা॥

দক্ষিণ-বাহিনী-গঙ্গা পতিতপাবনী।
মহাপীঠে শোভে তারা হরের ঘরণী॥
সহর পাতকী জনে করিতে উদ্ধার।
অবতীর্ণা ধরাধামে মুক্তির আধার॥
হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কালী গঙ্গা স্থান।
এ হেন সহরে ভক্ত করহ প্রণাম॥
শবদাহ করিবার আছে দুই ঘাট।
"নিমতলা" কাশীমিত্র" অন্তিম শ্রীপাট॥
"কেওড়াতলার" ঘাট শোভে কালীঘাটে।
পবিত্র শ্মশান ভূমি আদিগঙ্গা তটে॥
ভাল মন্দ সব আছে সহর ভিতর।
দেখে বুঝে পথে চলো লভিতে উদ্ধার॥
বাহ্যিক সহর চিত্রে মজিওনা নিজে।
বেড়া'ও না প্রলোভনে নিত্য সং সেজে॥
রংদার সহর মাঝে বুঝে পথ চলো।
নতুবা মজিবে পরে, খোয়াবে সম্বল॥
সহরে সংবাদ পত্র হের "বঙ্গবাসী"।
সতত ব্যাখ্যায় রত প্রাচ্য গ্রন্থরাশি॥
"হিতবাদী" হিতে রত "বৃদ্ধের বচনে"।
ন্যায়পথে কহে কথা সত্যের কারণে॥

"বৃদ্ধের বচনে" মুগ্ধ দীন গ্রন্থকার।
ভক্তিভরে নত শিরে করে নমস্কার ॥
"বসুমতী" চিরমতি সাহিত্য প্রচারে।
দীন বঙ্গ ঘরে ঘরে গ্রন্থ দেছে ভ'রে ॥
প্রকাশিনী "সঞ্জীবনী" 'গোলদীঘী পাড়ে'।
'মিত্রের' সাধুতা হেতু চলে এক সুরে ॥
নানা তালে, চলে নিত্য "নায়ক" বাজারে।
কতজন, কত কীর্ত্তি প্রচারে রগড়ে ॥
লিখে খাষা রাজভাষা "অমৃত-বাজার"।
সত্যগতি ন্যায়ে মতি করিছে প্রচার ॥
বঙ্গের "বেঙ্গলী পত্র" "চির মডারেট"।
নবযুগে প্রচারিছে দেশেতে "সার্ভেণ্ট" ॥
দেশবাসী বিষচক্ষে আছে "ষ্টেটস্‌ম্যান"।
দেশ নেতা "তিলকের" অবজ্ঞা কারণ ॥
"ডেলিনিউজ" "বিজলী" আর "নব সঙ্ঘ"।
যত আছে পড়ে দেখে, ঘরে ফির বঙ্গ !
সহরে অন্নের ছত্র নানা রাস্তা জুড়ে।
"হোটেল" নামেতে খ্যাত আছে এ সহরে ॥
"ছাত্র বাস" নামে "মেস" জুটে পাঁচ জনে।
বিদেশী সহরে আসি থাকে এইখানে ॥

ফেল কড়ি, খাও হেথা, নাহি গণ্ডোগোল।
ডাল, ডল্‌না, ভাজা মাছ, অম্ল আদি ঝোল॥
পাচকের গুণে মরি অফুরন্ত ডাল।
পূর্ণ ভাদ্রে ভরা নদী সম চিরকাল॥
যত চাও, তত পাবে, নাহি কৃপণতা।
মিশায়ে ডালেতে ফেন, দিবে ভ'রে হাতা॥
ফুল বড়ি সম ঝোলে, ভাসে মৎস্যখণ্ড।
যে করে হোটেলে নিন্দে সে বড় পাষণ্ড॥
হোটেলের পাটরাণী দাসী আমোদিনী।
ক্রেতা প্রজা, মহারাজা বামুন রাঁধুনী॥
এই দুয়ে বড় মিল সম কৃষ্ণ রাধা
পরস্পরে গুণমুগ্ধ কাল ধর্ম্মে বাঁধা॥
হোটেলের দাদা ঠাকুর অতীব পবিত্র।
সর্ব্ব গাত্রে দাদে ভরা গলে যজ্ঞ সূত্র॥
ভদ্রজন হতে হেথা এদের প্রতাপ।
বিচ্ছেদ ঘটিলে কিন্তু বড়ই বিপদ॥
আহ্লাদিনী আমোদিনী ধ'রে নিজ মূর্ত্তি।
ঝাঁটা ধরি করে তাড়া বার করে স্ফূর্ত্তি॥
শিকায় ঝোলান থাকে অন্নছত্র হাঁড়ি।
পেট দায়ে সুধীজনে দেশে মারে পাড়ি॥

বিপদে পড়িয়া ; ভাবে "মেস ম্যানেজার"
সভ্য জনে দেয় গালি যত বাক্যধর ॥
রামুনে টানিয়া আনে দোষী ক'রে ঝিয়ে।
ঝিয়ে দানে মিষ্ট বাক্য মনটী জোগায়ে ॥
দূতীগিরী ক'রে ভদ্রে ঠাণ্ডা রাখে মাথা।
মিষ্ট বাক্যে রাখে তুষ্ট কহে নানা কথা ॥
দেশরুচি অনুসারে চতুর মোদক।
আবিষ্কারে "ভীম নাগ" "সন্দেশের চপ" ॥
চলেছে "আবার খাবো" সখের ব্যাপারে।
ঘোল খাচ্ছে দেদ-মণ্ডা সমাজ ভিতরে।
সন্দেশের হংসডিম্ব আর্য্য বংশধর।
সাত্ত্বিক মনেতে মরি করেন আহার ॥
মনকে প্রবোধ দিয়া করে উদরস্থ।
বিবাহেতে পুরোহিত টিকি রাখি মস্ত ॥
তিল পোস্ত চাল ছোলা ধরি নব নাম ॥
সহরে বেড়ায় ঘুরে "সখের জলপান"।
আট ভাজা বেচে হেথা শালপাতা মুড়ে ॥
"অবাক্ জলপান" নামে খ্যাত এ সহরে।
সহর উন্নতি সনে "পাঁটার ঘুগনি"।
ইতরে বেচিছে পথে কাটায়ে বুক্‌নী ॥

সহর মাহাত্ম্য বলে সভ্য বেশ ধরি।
ইক্ষু খণ্ড নেছে নাম "গোলাপী গাণ্ডেরী" ॥
নিরীহ উড়িষ্যাবাসী বহুকাল ধ'রে।
তেলে ভাজা, জলপান বেচে এ সহরে ॥
তার অন্নে দিতে ধুলি, দেখ মাড়োয়ারী।
ভিন্ন রূপে বেচে হেথা নামেতে "পাকৌড়ী" ॥
বেঁচে থাক কেক্ চপ চায়ের দোকান।
এক পাত্রে খায় সবে শ্রীক্ষেত্র সমান ॥
এমন উদ্ভট স্থান কোথা পাবে আর।
সহরের প্রতিচিত্রে করি নমস্কার ॥
দিনেতে মাথায় টিকি অপূর্ব্ব ভট্চাজ।
রাত্রে হেরি মস্ত টেরি লম্বা কোঁচা সাজ ॥
প্রাতঃকালে বিষ্ঠা ঘাঁটী সহরে মেথর।
রাত্রে দেখে "বায়স্কোপ" মাখিয়া আতর ॥
বেশ ভূষা পরিপাটী পিরাণের বলে।
ভদ্রপাশে বসে হেসে চারি আনা ফেলে ॥
"টেবিলে" চলেছে ভোজ ছাড়ি কুশাসন।
পড়েছে বিপদে ভারি পেটুক ব্রাহ্মণ ॥
আসরে "চেয়ার" হেরে তাকিয়া ফরাস।
মনোদুঃখে ছেড়ে গেছে গ্রহস্থ আবাস ॥

"এসিটিলিং গন্ধ চোটে পুরাকেলে ঝাড় ।
ধিক্কারী আপন প্রাণে ছেড়েছে সহর ॥
বিবাহেতে "খাস গ্লাস" শোভা যাত্রাকালে ।
ছড়া'ত মাধুরী পথে, তাও গেল হালে ॥
স্বদেশী ডোমের অন্ন গেল এতে মারা ।
পাথর বেচিয়া অর্থ লুটে বিদেশীরা ॥
ছোট বড় পরস্পরে নানা কার্য্যে বেঁধে ।
আর্য্য ঋষি অন্ন দেছে নানাজাতি ভেদে ॥
ভদ্র গৃহে জেলে, মালা, হাড়ি, ডোম, দুলে ।
জাতি প্রেমে ছিল বাঁধা নানা কার্য্য ছলে ॥
সমাজ দক্ষিণ হস্ত পূর্ব্বে ছিল এরা ।
বাগদী মামা, দুলে পিসে বুড়ো জেলে খুড়া ॥
সমাজ এদের ছেড়ে করিত না কার্য্য ।
স্বদেশী চরিত্র বুঝে চলো পথে আর্য্য ॥
গণ্ডগ্রামে বাগদী গুরু, নিয়ে ধারাপাত ।
শিক্ষা দিত ভদ্র পুত্রে যেতনাক জাত ॥
আঁতে ছিল সবে এক ভাতেতে পৃথক ।
অপূর্ব্ব জাতীয় ভাব মাত্র ভিন্ন থাক ॥
জাতি প্রেমে বাঁধা থাকি সমাজে ইতর ।
ভদ্রের গোলামী কার্য্যে খাটাত গতর ॥

গলবস্ত্রে নমস্কার দাঁড়াইয়া দূরে।
বিপদ সম্পদ কথা হ'ত বসে ঘরে॥
প্রাণে প্রাণে ছিল বাঁধা ভদ্রতে ইতর।
এবে দেখ একাকার সহর ভিতর॥
প্রাচ্যের পূজায় প্রাণ কর সমর্পণ।
জাতীয় ভাবেতে মুগ্ধ থাক অনুক্ষণ॥
ভাব ঘরে কেটে সিঁধ কেন বৃথা রঙ্গ।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ এস ঘরে বঙ্গ॥
বরণ করিয়া লও প্রাচীন আচারে।
পাশ্চাত্য মোহের বশে চ'ল না সহরে॥
"গুরুদাস" আদি করি সমাজ আকর।
হৃদয়ে আদর্শ স্থাপ "বিদ্যার সাগর"॥
এই হে মিনতি মোর সমাজ চরণে।
সহর বিচিত্র-চিত্র বুঝে চল মনে॥
প্রাচ্যের আচার মুগ্ধ দীন গ্রন্থকার।
প্রাচীন ভাবুক জনে করে নমস্কার॥

—: সমাপ্ত :—